কৃতবিদ্য হইয়াছেন তাহাতে তাহারাই আপনার শিরে পা (শিরোপা) পুরস্কার প্রদান করিবেন।"

১২৮০। ৮১ সালের মহাডার্ব্বি ঘোড়দৌড়ের গান।

ওকি কল্লেগো গোঁসাই।
জানুত লোকে তোমার মত সোয়ার ভাল নাই
তুমি যখন ভারত কোষে,
বুট পায়ে দে চড়লে রোষে,
বড়কর্ত্তা তখন হেসে,
কল্লেন বড়াই।
কুড়ি ক্রোশ ঘন্টায় যাবে,
তোমার লাগাল কেবা পাবে,
ফেমিনে হেসে হারাবে,
সন্দেহ তার নাই॥
ব্যাক্‌করি তোমায় রঙ্গপুর,
বেহার ও দিনাজপুর,
পূর্ণিয়া ত্রিহুত্ ভাগলপুর,
বাজি রাখ্‌লে তাই।
চাবুক কাঁটা মেরে ঘোড়া,
এমন ঘোড়া কল্লে খোঁড়া,
কাঁদলো ভারত পাড়া পাড়া,
চারা কিছু নাই॥
ব্যাক্‌কারিরা বাজির দায়,
কচ্চে সবে হায় হায়,
রক্ষা করে কে সবায়,
তাই তোমা সুধাই॥

ঘরো বাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আগের সপ্তার লাগাড়।

কামিনীপ্রিয় পাতসার একখান বাষ্প-রথের পশ্চাদ্ভাগস্থ খণ্ডে দ্রব্যজাত সুবিধামত রেখে সমভিব্যাহারীগণের সহিত বসিলেন, ও নিজ ভ্রাতা ও অপরাপর যাহারা তাঁহাকে জানোপরে উঠাইতে আসিয়াছিল সকলকে বিদায় দিলেন। এক্ষণে পাতসার মনের ভাব কি রূপ হয়েছিল তাহা ঠিক করা যায় না,—কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, মাতাভারি ঘুড়ির মত চুলবুলে হয়ে ক্রমাগত এদিক্ উদিক্ লাট খাচ্ছিল। একবার গাড়ি কতক্ষণে ছাড়ে, কতক্ষণে ছাড়ে, একবার লক্ষিপতি এতরাত্রে পার হবে যদি কিছু হয়, একবার তেতোলার ঘর, একবার অদৃষ্টপূর্ব্ব বারাণসী ধামের আনুমানিক প্রতিমূর্ত্তি, একবার গৃহস্থিত ধূমাবতী গুলির মধুর স্নেহ, ইত্যাদি প্রকার ভাব সকল পাতসার মনে উঠিতে লাগিল। সাগরে যেরূপ এক একটী ঊর্ম্মি ক্ষণ কালের জন্য মস্তকোন্নত করিয়া অনতি বিলম্বে জলমধ্যে লুপ্ত হয়, আড্ডাধারীর মস্তকে তুরিতানন্দের বলে যেরূপ চৈতন্য ও অচৈন্য একবার ওঠা একবার পড়া কর্ত্তে থাকে, পাতসার মনে উক্ত ভাবাদির উদয় ও লয় সেই রূপ হইতে

লাগিল। কতক্ষণ পরে গাড়ি গুলির পূর্ব্বভাগ হইতে হুড় হুড় করিয়া এক রকম শব্দ আসিতে লাগিল ও পাতসা তৎশ্রবণে ফ্যালকা মুখ হয়ে "ওকি হলো ওকি হলো" জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলেন। সমভিব্যাহারীগণ "মহারাজ স্থির হোন স্থির হোন" বল্‌তে বল্‌তে হ্যাকচ্ করে গাড়িটীতে একটী হ্যাঁচ্‌কা লাগলো, সমভিব্যাহারী দুই এক জন মুখথুবড়ে পড়লো—কিন্তু রাজাকে সকলে সামলে নিলেন। ফোঁক্ ফোঁক্ ধুমোদ্গারের সঙ্গে সঙ্গে রথ চলিল ও পাতসার মনে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতার উদয় হলো। সমভিব্যাহারিগণের মধ্যে এক জন বলিলেন, "মহারাজ রেলওয়ে কোম্পানীর কারখানাটা একবার দেখুন।" পাতসা রামজানির তক্তার উপরস্থ সঙ্গের মত উকি ঝুকি মেরে দেখে অবাক হয়ে বল্লেন "একি রেলওয়ে গাড়ির হাট?" সমভিব্যাহারী এক জন বল্লেন "মহারাজ তা না, এটী রেলওয়ের দুর্গ, কলিকাতার ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের নিকট গড়ের মাঠে যেমন সেনাদের রিভিউ হয়, এখানের মাঠে সেই রূপ রেলগাড়ির রিভিউ হয়।" পাতসার দর্শনাভিলাষও আছে, আবার বিদেশে গিয়ে পাছে হিম লেগে পীড়া হয় সে ভয়টাও বিলক্ষণ ছিল, সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই গাড়ির খড়খড়ে গুলি উঠায়ে দিলেন। রথ ক্রমে বেগে চল্‌তে লাগলো, কিন্তু বেগ অল্পকাল মধ্যে হ্রাস হইতে লাগিল ও একটী ইষ্টেসনের কাছে যাইলে এক জন কালা পোষাকপরা চাপরাসী নবাবগাঞ্জা খাঁর মত গর্ব্বে বার হইয়া চিৎকার করিল। চিৎকার শুনে পাতসা প্রথমত ভেবেছিলেন যে সেয়ালি ডাক্‌চে কিন্তু পিয়াদাটাকে দেখে বল্লেন "ওকি বলে এখনোতো বাঙ্গলার ভিতর আছি, তবে কথা বোঝা যায় না কেন?" জনৈক সমভিব্যাহী উত্তর দিলেন "ও বল্‌চে বালী।" রথও থামলো পাতসা অবসর পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন "হাঁ বালী! এটী অনেক দিনের বিখ্যাত স্থান, কবিকঙ্কণ ইহার উল্লেখ করেছেন বলে পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাগোলোযোগ ঘটেছে—এখন গঙ্গা যে পথে প্রবাহিত সেই পথে না থেকে যদিস্যাৎ সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া থাকিত তবে শ্রীমন্ত বালী কি রূপে দেখতো—এটা গোলের কথা বটে, কিন্তু তার কাটান আছে এই, যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিরা যখন যা ধর্ত্তেন তার চূড়ান্ত না করে ছাড়তেন না, যখন ফুলের কথা বলেছেন তখন একেবারে সব ফুলি ফুটিয়ে ফেলেছেন—কবিকঙ্কণও সেই প্রথামতে যে কিছু স্থানের নাম জানিতেন লিখে বোসেছেন। বালীর আরো অনেক গৌরবের বিষয় আছে—এ স্থানটী টুলোগুলোর একটী আড্ডা,

আর এরি নিকটের খালের পোল প্রাট সাহেব বানায়ে হাতির নাচ দে পরক করেছিলেন।" এই রূপ ভাবতে ভাবতে ফোঁক ফোঁক শব্দ করে গাড়ি গড়গড়িয়ে চল্‌লো ও প্রথমের মুখথুবড়ি খেকো সহচরটী বেলতলার ভুক্তভোগী ল্যাড়ার মত আপনাকে বাঁচাতে সচেষ্টিত হলো। হুড় হুড় করে হ্যাচ্‌কা-মেরে লোহার ঘোড়া বেরোলো ও অল্পের মধ্যে কোন্নগরে গিয়ে দাঁড়ালো বলে বোধ হলো, অমনি পাতসা ভাবতে লাগলেন যে এস্থানটীর নাম কেহ কেহ বলে "কুমারনগর" তা নগরের নওতো দেখা যায় না—বোধ হয় নগর হতে হতেই রয়ে গেছে বলেই কুমার উপপদটী দেয়া হয়েছে, এর অপর পারে খড়দা যাহা বঙ্গের ন্যাড়ানেড়িদের একটী প্রধান শ্রীপাট। এই অবধি ভাবতেই কর্ত্তার চিন্তা ভগ্ন কত্তে হলো যেহেতু গাড়ি ফের চল্‌লো। বড় বড় ফলারে পরিপোষণকারী কম থাকলে সাঁটে লুচি বোণ্ডা দেবার সময় যেমন কারুর পাতে পড়ে ও কারুর পাতে পড়ে না, রেলওয়ে কোম্পানীরও সেই রূপ তাড়া থাক্‌লে কোন্নগরে দাঁড়ান না দাঁড়ান। অনতিকাল বিলম্বে আর একটী ষ্টেসনে গিয়ে দাঁড়াল। পাত্‌সা মনো রূপ গ্রন্থালয়ে ইতিবৃত্ত গ্রন্থের পাত উলটিতে লাগ্‌লেন—দেখলেন তার শেষ ভাগে শ্রীরামপুরের সংক্ষেপ বিবরণ এই রূপে লেখা রয়েছে—স্থানটী বড় পরিষ্কার ঝর ঝরে, এস্থান দিনেমারেরা ৯০ বৎসর অধিকার করিয়াছিল। এখন যেমন দুদশখান ডাউলে ও পানসী গঙ্গার তীরে লীলী কর্ত্তে দেখা যায় তখন জাহাজ দশবিশখান বুকের ছাতি ফুলিয়ে ক্রোশ অন্তরস্থ পথিকের নজর টান্‌তো, চুম্বক পাথরে লোহা যেমন টানে। বাণিজ্যের ঘটাই কত! কিন্তু সব নিবে গেছে, সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। দিনে মারদের পরে পাদরীকেরী এসে এখানে কাগজ কোটাকল বানান ও তাঁহার জাতীয় আরো দুই চার জন সাহেব হইতেই এস্থানটীর বাঙ্গলা সাহিত্য সংসারে এত খ্যাতি হয়। এই খানেই পাদরীবর প্রথম বাঙ্গলা সংবাদ বাহির করিয়া "মিসেলেনিয়সনিউসের" (miscellaneous news) অনুবাদ করেন "পাতকুড়ুনে সংবাদ।"

আর ভারতের মুদ্রা কার্য্যের প্রথম আরম্ভ এইখানেই হয়। বাঙ্গলা অক্ষর খোদাইয়ের এই হচ্চে "আহিলাবেলাতা" এস্থান বাঙ্গলা নূতন লেখকগণের চিরদর্শনীয় তীর্থ হওয়া উচিত। শ্রীরামপুরে যদি হরপের কারখানা না হোতো তা হলে ছাপাখানার সংখ্যা মদের দোকানের সংখ্যার সমান হতো না, আর

খুঁটি মৌরোলা পর্য্যন্ত রচনা রসপানে মত্ত হয়ে গাভাষাণ দিয়ে "অগাধ জলের মকর হতে চাইতো না" কি আশ্চর্য্য! অথর নামটা এমনি রগড়ের যে হামাগুড়ি দেয়া ছেলেকেও মাতিয়ে তোলে —হাঁসন হোঁসেনের মাটীর মতন। পাতসা এবম্প্রকার ইতিবৃত্তে সন্তুষ্ট না হয়ে ভাবতে লাগলেন যে স্থানটার নাম শ্রীরামপুর কেন হলো ও অনেক চিন্তার পর ঠাওরালেন "হাঁ হয়েছে ঐ রামায়ণে বলে, যে রাবণ নিপাতের পর বাঁদর কটকের অনেকে রাক্ষসীতে উপগত হয়েন ও তাহাতেই যবনের উৎপত্তি হয়, দিনামাররাও যবন সুতরাং বেসধরা পড়চে যে তাহারা তাহাদিগের আদি পুরুষ জাম্বুবান্, হনুমান্ অঙ্গদ প্রভৃতির ইষ্ট দেবতার স্মরণার্থ এই স্থানের নাম শ্রীরামপুর দেছে—একেই বলে স্মরণ স্তম্ভ(Monument) এমন সময় লৌহ ঘোটকের পুনর্গমনের হুঁহুঁঙ্কার ও হ্যাচকা এসে পড়াতে কামিনীপ্রিয় নরবর আত্ম সামলাতে ব্যস্ত হলেন ও ইতিবৃত্ত গ্রন্থ কিছু কালের জন্য বন্ধ হলো।

ক্রমশঃ।

রিপোর্টার ও বসন্তক সম্বাদ।

বসন্তক—কও কার্ত্তিক খবর কি?

রিপোর্টার—আমি আর কার্ত্তিক কোতা, আমার চুলগুলো পেকে গেছে যে, তোমার মোতোন ছোক্‌রা চেহারা হলেও ওকথাটা একদিন সাজ্‌তো।

বস। আঁ্যা আঁ্যা তবে আমাকে কি বেশ ছোক্‌রার মত দেখায়?

রিপো। তোমাকে দেখাবেনা তো দেখাবে কাকে? চুলগুলি কাল মিশ!

বস। আঁ্যা আঁ্যা সত্তি।

রিপো। সত্তিবইকি! দুদশটা যা শাদা আছে তা তুলে ফেল্‌লে ঠিক ১৫। ১৬ বৎসরের ছোক্‌রা বোধ হয়।

বস। ঠিক ঠিক ওগুলো তুলে ফেল্‌বো।

রিপো। তাইতো টিকীটিতে কতই বা চুল, ঐকটা বেচে পাকাগুলো তুলে ফেল্‌তে পারনা? লোকে সারা মাতার চুল তোলায় আর তোমার ঐ কগাছা তোলা হয় না?

বস। তাই তুল্‌বো। ওগুলো আমার বয়েসে পাকিনি, ছেলেবেলা পাক্‌তেল মেখে দুচারটায় কটা ধরেছে।

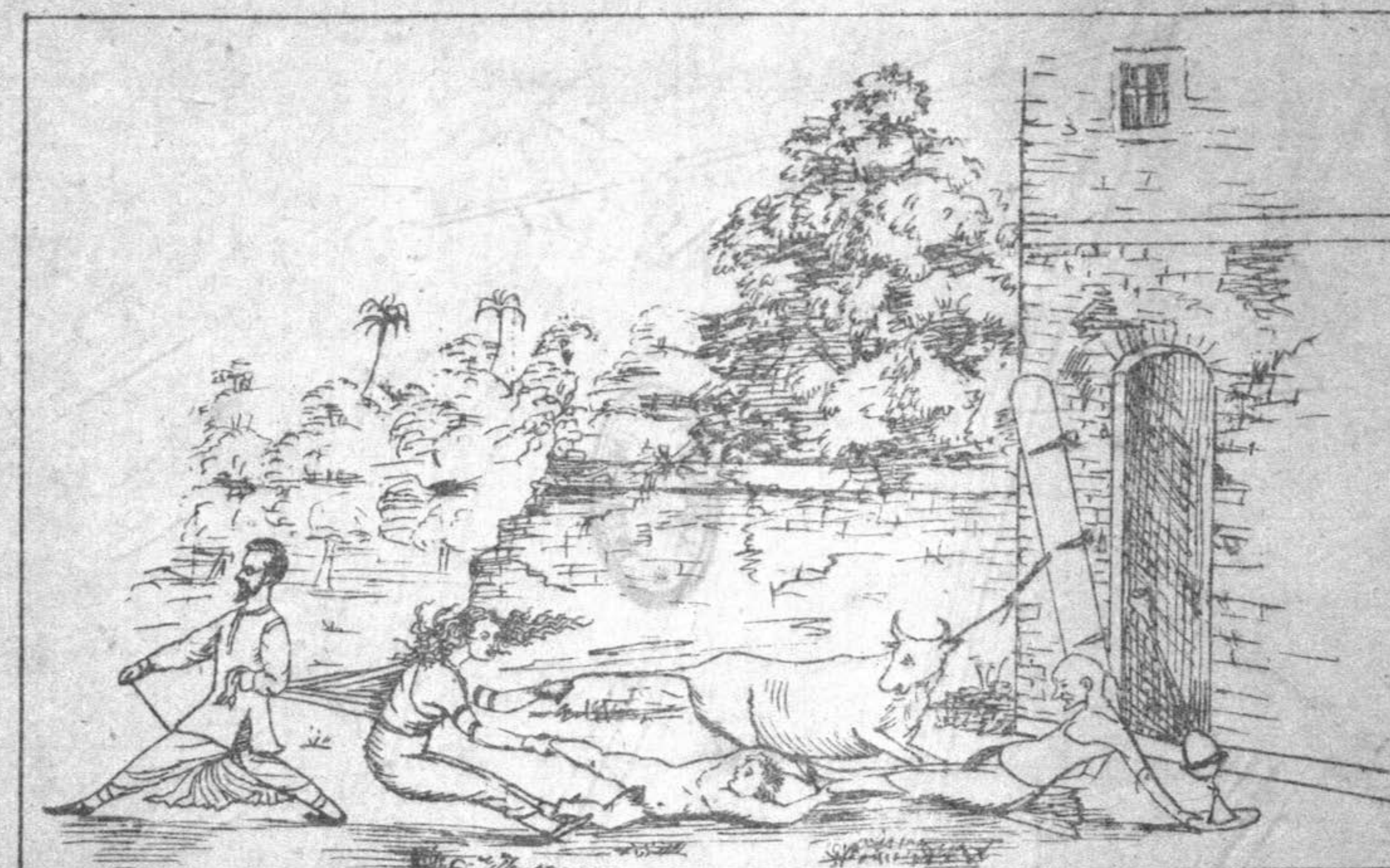
রিপো। তাইতো নইলে তোমার চুলপাক্‌বার বয়েস কি; তা পাক্‌তেল মেখেছিলে কেন?

বস। মাথার পীড়ার জন্যে।

বিপো। ও তাতো বটে আমার ভুল হয়েছিল।

বস। যাহোক এখন খবর কি বল।

রিপো। খবর ভাল রকমই আছে।



Progressive Brahmo

অত্যুন্নত-ব্রাহ্ম

বস—কিহে কি! ভাল কি খবর তা বল।

রিপো—বড় রগড় উঠেছে।

বস—সে কেমন?

রিপো—কল্‌কাতার কোন আদালতের পঞ্চম জজের ঘরে এক জন খান্‌সামা কাইট সাহেবের নামে মাহিনার দাবিদে নালিশ করে ও নাইট সাহেব আদালতে উপস্থিত হয়ে বলেন যে ঐ খানসামা বেয়াদব বলিয়া তিনি তাহার মাহিনা দেন নাই।

বস—তার পর

রিপো—তার পর খান্‌সামা বল্লে যে তার বেয়াদবী কিছু হয় নাই ও তাহার প্রমাণ স্বরূপ ঐ সাহেবের দেওয়া একখান সার্টফিকিট দাখিল করে।

বস—বটে! তা সেখান কি ভাল?

রিপো—যতদূর ভাল হতেপারে।

বস—জজ তা দেখে বল্লেন কি?

রিপো—জজ তা দেখে টাইট সাহেবকে বল্লেন যে খান্‌সামা যদি বেয়াদবি করিয়াছিল তবে তিনি ওপ্রকার প্রশংসাপত্র কেন দিয়াছেন।

বস—ভাল মোর দাদারে, এইতো মানুষের মত কার্য্য, গরিবের পা গলায় দেওয়া কি উচিত! তা আসামী কি বল্লেন?

রিপো—আসামী সার্টফিকট খানি একবার দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু জজ উহা তাঁহার হাতে না দিয়ে খান্‌সামাকে দেওয়াতে হাইট সাহেব উহা তাহার হস্ত হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন।

বস—অ্যাঁ বল কি! বার্ত্সাই আমল পড়্‌লো নাকি! কাইট সাহেব কে? দিল্লীর বাত্‌সা? টাইট,নাইট,হাইট কি?

রিপো—ও মোদ্দাটা সাহেব। জজ গালে গোদিয়ে রইলেন।

বস—না না, এমন কি হয়!

রিপো—সত্য সত্যই হয়েছে।

বস—তবে জজের তখন ঘুম এসেছিল।

রিপো—কথাকইতে২ ঘুমচ্ছিলেন!

বস—তা বুঝি আর হয় না, আমি অনেক লোক্‌কে ঘুময়ে বেড়াতে,পড়্‌তে ও লিখ্‌তে দেখেছি, আর দুএক জনের মস্তিষ্ক এম্‌নি নরম ধেতের দেখেছি যে তাদের সারাজীবনেও ঘুম ছাড়েনা।

রিপো—আরে নাহে ঘুমোননি।

বস—তবে তাঁর আফিমের মৌতাত উত্‌রে গেছল, তাই আপনার জ্বালায় ব্যস্ত হয়ে ওদিগে নজর কত্তে পারেননি যাহোক তার পর।

রিপো—তার পরদিন সংবাদপত্রে এই ঘটনার বিষয় লেখা দেখে ঐ আদালতের প্রথম জজ পঞ্চম জজকে জিজ্ঞাসা করেন যে এ ঘটনা তাঁর এজলাসে, হয়েছিল কি না, আর যদি হয়ে থাকে তো তিনি কিছু বলেননি কেন?

বস—হাঁ এইবারে ল্যাজে পা প-ড়েছে! তা পঞ্চম জজ্ কি উত্তর দি-লেন?

রিপো—তিনি যে কি বোলেছেন তা কেউ বল্‌তে পারে না, কিন্তু এ প-র্য্যন্ত দেখা যাচ্চে যে, প্রথম জজে ও পঞ্চম জজে সেই অবধি আর মুখ দেখা দেখি নাই।

বস—কেন, তাঁরা পরস্পরে ভাসুর ভাদ্রবৌর সম্বন্ধ পাতায়েছেন নাকি?

রিপো—সেই রকম বটে।

বস—তার পর কি হোলো?

রিপো—তার পর প্রথম জজ্ রেগে গাঙ্গিট্যাঙরার মত লাপাতে লাপাতে গবরমেণ্ট এটর্ণিকে পুলিসে টাইট সা-হেবের নামে আদালতকে অবজ্ঞা কর-ণাদির জন্য অভিযোগ করিতে বলেন।

বস—হাঁ এই তো সূক্ষ্ম বিচার।

রিপো—হাঁ এমনি সূক্ষ্ম যে শেষে ছিড়ে যায়।

বস—সেকি?

রিপো—রাম না হতে রামায়ণ গাও কেন, আগে শোনোই যে কি হলো।

বস—তবে কি তা বল।

রিপো—গবরমেণ্ট এটর্ণি প্রথম জ-জের অনুমত্যানুসারে হাইট সাহেবের নামে শমন বাহিরের নিমিত্ত পুলিসে দরখাস্ত করাতে তত্রত্য বিচারপতি ব-লেন "যে জজের এজলাসে ঘটিয়াছে তিনিই নালিশবন্দ হইতে পারেন" এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

বস—তারপর কি হলো?

রিপো—তারপর প্রথম জজ স্বয়ং পুলিসে হাজির হয়ে এই বলিয়া শমনের জন্য দরখাস্ত করেন যে, তিনি ঐ আদালতের কুল্যে কর্ত্তা সুতরাং আদালতের মানরক্ষার্থ তাঁহার অভি-যোগের অধিকার আছে; ও শমন বাহির হয়।

বস—হাঁ এই তো "মরদ্ কি বাত হাতি কি দাঁত" এমন তর দৃঢ়তা না থাকলে কি আজকের দিন মান থাকে।

রিপো—হাঁ হাতির দাঁত চুলোয় জাক সোলার পাত হলে বাঁচি।

বস—কেন তাঁর যা কর্ত্তব্য তাতো কল্লেন।

রিপো—কল্লেন আর কোই, মোক-দ্দমার দিন কাইট সাহেব হাজির হোলে কেহ মোকদ্দমা চালালে না, একেবারে "কাকস্য পরিবেদনা।"

বস—সেকি প্রথম জজ কি হাজির হলেন না? তাঁর জ্বলন্ত রাগে কে জল ঢাললে—এযে দশমাসের গর্ব্ভ এক বাত-কর্ম্মে শেষ হলো।

রিপো—খালি তা না, এখন টাইট সাহেব ক্ষতিপূরণ চান।

বস—তাতো বটেই উল্‌টা চাপ দিতে পাল্‌লে কে ছাড়ে। যাহোক

আর খবর কি আছে বল।

রিপো—আর খবর যে ইংলণ্ডে শব-দাহ প্রথা চালাবার উদ্যোগ হচ্যে।

বস—হাঁ হাঁ দেখলে! পুরোণো হিন্দু ধর্ম্মের কেরামত দেখ। এতদিনের পর ইংরাজদের দলে টানলে।

রিপো—ভাল, ইংলণ্ডে এরূপ অনুষ্ঠানের কারণ কি বলতে পারেন?

বস—তা জাননা! গোরের জায়গা পাওয়া ভার হয়েছে, আর দৌড় ও মারামারি হলে বাঙ্গালি ভূতের সঙ্গে ইংরাজি ভূতেরা পারে না।

রিপো—সে কি কোরে হয়।

বস—আঃ কিছুই বুঝ্‌লে না। দিশি লোক পুড়ে ঝুড়ে হাওয়ার আকারে ভূত হয়, আর বিলাতি ভূত হাড়মাস সুদ্ধ থাকে সুতরাং দেশী ভূত গুলো চালাকিতে মেরে দেয়।

রিপো—আর খবর জান?

বস—কি?

রিপো—বিলাতের মহাসভায় এদেশীয় সভ্য লইবার প্রস্তাব হয়েছে।

বস—হাঁ তা কতকটা জানতে পেরেছি, সেই জন্যই তো ইংরাজী কাগজ ওয়ালা গুলির কাকারবে সহরে কান পাতা যাচ্চে না।

রিপো—তা এতে কি ভাল হবে?

বস—হাঁ "হয় ছেলে, নয় মেয়ে, নয় গর্ব্ভপাতের" মত, হয় ভাল নয় মন্দ নয়তো কিছুই না হবে।

রিপো—সে কি রকম।

বস—যদি যথার্থ স্বার্থহীন দেশহিতৈষী ব্যক্তি সভ্য হন তবেই ভাল, যদি শ্বেত পুরুষ পূজক হুঁ দেয়া কেহ সভ্য হন তবে মন্দ, আর যদি কোন নাম জাদা মানুষ মুরোদ সভ্য হন তবেই কিছুই নয়।

রিপো—আর খবর জান?

বস—কি খবর?

রিপো—আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হয়ে ক্রমে উন্নত স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্ন করিতেছেন।

বস—কি রূপ।

রিপো—তারা বোলচে যে বিয়ে করার আবশ্যক কি? যার যখন যে পুরুষে অভিরুচি হইবে তখন সে তাহার সহিত থাকিবে।

বস—অ্যাঁ বল কি! তবে দোজ পক্ষের তেজ পক্ষের বরদের দশা হবে কি? তা যাহোক ভাই বাসন্তিকা যেন এ কথা শোনে না।

বসন্তক। ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি! ওগো কোথায় গেলে গো। এদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

বাসন্তিকা। কি ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন, বলি এত ব্যস্ত কেন!!

বসন্তক। আর কি? সর্ব্বনাশ।

বাসন্তিকা। কি! হইয়াছে কি? অমন কোচ্ছ কেন? তোমার মুখ দেখে যে আমার গা কাঁপছে। বলি হয়েছে কি?

বসন্তক। সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বাসন্তিকা। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তোমার পায়ে ধরি বল। তুমি অমন করিয়া আর ভয় দেখাইওনা।

বসন্তক। আরে তুমি শুন নাই কি।

বাসন্তিকা। কি শুনি নাই।

বসন্তক। কেন তুমি বেঙ্গলি পড় নাই।

বাসন্তিকা। বেঙ্গলি আবার কি?

বসন্তক। তাহা তুমি জান না? সে যে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।

বাসন্তিকা। বেঙ্গলি সম্বাদপত্র সে আবার কি। আমি ত জানিতাম যে সাহেবেরা বঙ্গবাসিদিগকে গালি দেওয়ার সময় তাহাদিগকে বেঙ্গলি বলিয়া থাকেন। বেঙ্গলি বলে কি আবার এক খানি সম্বাদপত্র আছে। সে মরুক গিয়া। বেঙ্গলি সম্বাদপত্রে তোমাকে কিসে ভীতু করিল।

বসন্তক। কিসে? উহাতে এক ভয়ানক সম্বাদ লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে দরভাঙ্গা (যেখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে সেখান) হইতে চারি হাজার লোক না খেতে পাইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে আরও আসিতেছে।

বাসন্তিকা। তাহার পর?

বসন্তক। আমি এই সম্বাদ শুনিয়া হতচৈতন্য হই। দ্রব্যাদি এইরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, ইহার পর আবার যদি নানা স্থান হইতে লোকে খেতে না পাইয়া এখানে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে উপায় কি?

বাসন্তিকা। তাহা তুমি এখন ভাব্‌ছো কি?

বসন্তক। আমি বেঙ্গলি কাগজে এই সম্বাদ শুনিয়া হগ সাহেবের নিকট গিয়াছিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বেঙ্গলি লিখিয়াছেন যে ৪ হাজার লোক না খেতে পাইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে আর নাকি পুলিসে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। সে বিষয়টা কি? হগ সাহেব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন সেকি "সর্ব্বনাশ আমিত তাহার কোন খবর রাখি না। তুমি এক কাজ কর। ডিপুটী কমিসনরের নিকট যাও। গিয়া তত্ত্ব লও। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে ইহাদিগের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম।

বাসন্তিকা। তাহার পর?

বসন্তক। তাহার পর আমি ডিপুটী কমিসনরের নিকট গেলাম। তিনিও শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনিও অশ্বারোহণে সহরে ইহাদিগের তল্লাশে বাহির হইলেন এবং আমাকে ঘোড়া-

সাঁকোর পুলিস ইনেস্পেক্টরের নিকট অনুসন্ধানের কথা বলিলেন।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। পুলিস ইনেস্পেক্টরের নিকট গেলে তিনি অবাক হইলেন। তিনি কনেষ্টেবল, সারজন, জমাদার এক এক দিকে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন, আপনিও অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এবং আমাকে বলিলেন "তুমি বেঙ্গালির সম্পাদককে চিন ?" আমি বলিলাম চিনি! "তবে এক কাজ কর, তুমি সেখানে গিয়া খবর লও এবং খবর টা পেলে আমাকে বলিয়া যাইও।"

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। বেঙ্গালির সম্পাদকের নিকট গেলেম তিনি বলিলেন যে হাঁ এ যথার্থ খবর আমি বিশ্বাসী কোন ভদ্র লোকের নিকট শুনিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সে ভদ্র লোকটী কে ? তিনি বলিলেন রাজকৃষ্ণ বাবু!

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। অনেক অনুসন্ধানে রাজকৃষ্ণ বাবুকে পাইলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে আমি যদু বাবুর কাছে শুনেছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। সেখানে গেলেম তিনি বলিলেন আমি মহেন্দ্র বাবুর কাছে শুনেছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। সেখানে গেলেম তিনি বলিলেন আমি কালী বাবুর কাছে শুনিয়াছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। আমি সেখানে গেলেম তিনি বলিলেন আমি কৃষ্ণ বাবুর কাছে শুনেছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। তাহার পর আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একে দুর্ভাবনা তাহার পর এইরূপ পরিশ্রম। আমার ক্রমে কণ্ঠ শুখাইয়া গেল। আমি চারিদিকে শূন্যাকার দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর সহসা আমার তোমার কথা মনে পড়িল। আমি ভাবিলাম আমার বুদ্ধি বিবেচনার ডাক্তার বাসন্তিকার কাছে যাই। এখন প্রিয়সি আমাকে বাঁচাও।

বাসন্তিকা। ঠাকুর বিশ্রাম কর। আমি সদুপদেশ দিতেছি। ঠাকুর সে কাগজ খানি কৈ ?

বসন্তক। এই যে।

বাসন্তিকা। দেখি।

বসন্তক। কি কর কি কর ব্রাহ্মণি! উহা যে পোড়াইয়া ফেলিলে ?

বাসন্তিকা। আর কি করিব। যে কাগজ অনর্থক মিথ্যা সম্বাদ লিখিয়া ব্রহ্ম হত্যা করে তাহা পোড়াইয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।

বসন্তকালে অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সভ্য।

আহা! ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে ভূতল যেন একটী প্রস্ফুটিত উদ্যান। নানা বর্ণে নানা প্রকার ফুল ফলে শোভিত, তন্মধ্যে ডাক্তার ফুলেরাই সময় পাইয়া একেবারে আহ্লাদে যেন নৃত্য করিতেছেন। কারণ মদন রাজার বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি বাণে গোল গোল চক্রাকার ভ্রমরেরা ব্যথিত হইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া ইহাদের কর পদ্মে পতিত হইতেছে।

কোথাও বা গবরমেণ্ট টিকেদারেরা এক একটী যড়ানন সঙ্গে লইয়া অবোধ শিশুদিগের দেহমৃত্তিকায় বীজ রোপন করিয়া ৯০ বৎসরের কর্ম্ম ফরসায় গমন করিতেছেন। কোথাও বা লর্ড বিশপ লাট সাহেবের সিমলা যাইবার শুভদিন নবপঞ্জিকায় দর্শন করিতেছেন। সে যাহা হউক এক্ষণে বিষম শঙ্কট উপস্থিত, আমাদিগের অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সভ্য ঋতুরাজের আগমন অবধি যে ভয়ে প্রত্যহ সকাল সকাল কুটী হইতে বাটী আসিতেন, অদ্য তাহাই ঘটিয়াছে, আজ আসিবার সময় কুৎসিত কোকিলের কটুস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। বাবু বাটী আসিয়া অতি বিষণ্ণ ভাবে একটী কামরায় বসিয়া কি ভাবিতেছেন ও মুখভঙ্গী করিতেছেন। হাতে একখানি সক্ষপীরের ভিনস এণ্ড এডোনিস বহি আছে।

বাবুর বধূমাতা পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী ও গৃহিণী আজ কাল করিয়া অদ্য বাবুর নিকট হইতে সাধ ও পঞ্চামৃতের খরচ চাহিবেন এই স্থির করিয়া একটী চাকর কে ডাকিয়া কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি লইতে প্রেরণ করিয়াছেন। বাটীতে সমুদায়ই চাকর, কারণ দাসী রাখা অশ্লীলতা। পরে চাকর প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন ও যে বেশ ভূষায় বাবুর নিকট গমন করিতেন তদ্রূপ বেশ ভূষা করিতে ত্বরায় বেশ গৃহে গমন করিলেন। বাবুর স্ত্রী-আকার নয়ন শূল অন্য পরিচ্ছদ বিনা সাক্ষাৎ হইত না। গৃহিণী প্রথমে মল্ল কোঁচা করিয়া কাপড়, ও গায়ে দুইটী পিরাহান ও পায়ে মোজা পরিলেন। তৎপরে একটী আয়না সম্মুখে রাখিয়া একটী দোয়াৎ হইতে ভুসা লইয়া মুখে গোঁপ ও দাড়ি চিত্রিত করিলেন। অবশেষে সাপুড়ের পেঁটারির ন্যায় মাথায় একটী হেঁড়ে পাগড়ি বাঁধিলেন ও সাপিনী বেনী অদৃশ্য হইল। তৎপরে একটী বৃহৎ গুণ চটের থলে বাহির করিয়া আপাদ গলদেশ আবৃত করিয়া মহাকষ্টে বাবুর নিকট গমন করিলেন, বাবু দেখিবা

মাত্র চিনিতে পারিয়া অশ্লীলতা ভয়ে মস্তক নত করিয়া কহিলেন "কেও গৃহিণী আগুন কি সমাচার শীঘ্র বলা হউক।"

গৃহি—(ভয়ে ভীতা হইয়া) কি না যে বৌমার পঞ্চামৃত তা কিছু খরচ টরচ না দিলে কি কোরে হয়।"

বাবু এই কথাটী শ্রবণমাত্র একেবারে বিকট চীৎকারে মস্তকে করাঘাত করিয়া কহিলেন "হাঃ পরমাত্মন্ আমার ঘরে এই! কাল আমি সেই ভারতচন্দ্রের বহিওলা বেটাকে জেলে দিয়ে এসেছি, কিনা আজ আমার ঘরে এই অশ্লীলতা হাঃ বিধাত! আমার কপালে কি এই ছিল। রে দুরাত্মা নরাধম পুত্র এ হেন কুৎসিৎ কায করিতে কি একবার ভ্রমেও কিঞ্চিৎ ভীরু হও নাই, ধিক তোকে শতসহস্র ধিক, পাপাত্মা তুই পশু অপেক্ষা নীচ, কালপেঁচা, কাক, চড়াই অপেক্ষা হীন, দূর হও, অদ্য তোমায় তেজ্য পুত্র করিয়া তবে জলগ্রহণ—" এই বলিয়া তৎ চেষ্টায় গমন করিলেন ও গৃহিণী অবাক্ হইয়া চক্ষু জল ছড়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সমালোচনা।

সমালোচনা সকলেই করিয়া থাকেন। বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে জ্ঞান উপার্জ্জন ও আলোচ্য পুস্তক পাঠ করিয়া সমালোচনা করাই প্রথা ছিল। কিন্তু সেটা সেকেলে ওলুড ফুলুদের চাল, তাহাতে বাহাদুরী কি?

এক্ষণে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া আলোচ্য পুস্তক পাঠ না করিয়া সমালোচনা করাই প্রথা। ইতি বঙ্গদর্শন।

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্ পর্য্যং বিধীয়তে"— ইতি মনু।

আজকাল যে তর ডামাডোল পোড়ে গেছে নজীর ভিন্ন কার্য্য করা মূর্খের কার্য্য।

তবে আমরা এমত দুই নজীর পাইয়া সমালোচনা করিলে ভয় কি? যদি বিপক্ষ পক্ষেরা উহার বিপক্ষে বলিতে মুখ ব্যাদান করেন, তাহাদিগকে আমি স্পষ্ট বলিতেছি যে কথিত নজীর তাহাদের মুখে এমত ঠাসিয়া দিব যে বাক্স্ফূর্ত্তি হইবার যো থাকিবেক না, এমন কি খাওয়া দাওয়া ভার হবে।

এক্ষণে শত্রুদের এবম্প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া নিরুদ্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দ চিত্তে সুস্থ শরীরে সমালোচনা লিখিতে বসা গেল।

"ঘর্ঘরিয়া চললো যেন কালভৈরবের জাঁতা" - ইতি কাশীখণ্ড।

"মা এয়েছেন" প্রহসন, প্রহসন—হাস্য উদ্দীপক, তা মা এয়েছেন শ্রবণে কাহার বদনে হাস্যের উদয় না হয়,

"আশ্বিন মাসে আসেন্ যান,
কড়া ভেড়া কত খান,
তিলক পোরে বৈষ্ণবী ফলান গো।
ইতি পঞ্চকোটের রাজ সংগীত।

মা, বৎসরান্তে, একবার করিয়া আসেন, উৎসবের কি ঘটা পড়িয়া যায়, বালকদের হর্ষের সীমা থাকে না, কেহ আর বৈ কোথা জিজ্ঞাসা করে না বরং বৌ কোথা লইয়া আন্দোলন হইতে থাকে।

আমোদের সীমা থাকে না, সহর সুদ্ধ রৈ রৈ, মজায় গুলজার। হে মা জগদম্বে তুমি বেলোয়ারি চুড়ি ও বিলাতী ধুতির মা বাপ, তোমার আগমনে ইহাদের আস্পর্দ্ধার সীমা থাকে না, ইহারা বাজার একচেটে করিয়া ফেলে কিন্তু মা হতভাগা দেশী মাকু জং বাহাদুরদের সর্ব্বনাশ কোরে বসেছেন ইহারা কি তোমার সতীন পুত্র? হে মা তোমার কি বিদেশীয় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে; তুমি কি উন্নতি শীলা হইয়াছ?

হে বিঘ্নবিনাশন!

"দিবানিশি যাঁর শুণ্ড, ভাঙ্গিতেছে বিঘ্ন তরু ডাল।"

ইতি মধ্যস্থ।

তুমি কি এই গরিব বেচারাদের বিঘ্ন দূর করিতে পারলে না।

হে ভাই মহাসেন তুমি কি কেবল ধনুর্ব্বাণ নিয়ে মেগের কাছে পেকের বড়াই কর।

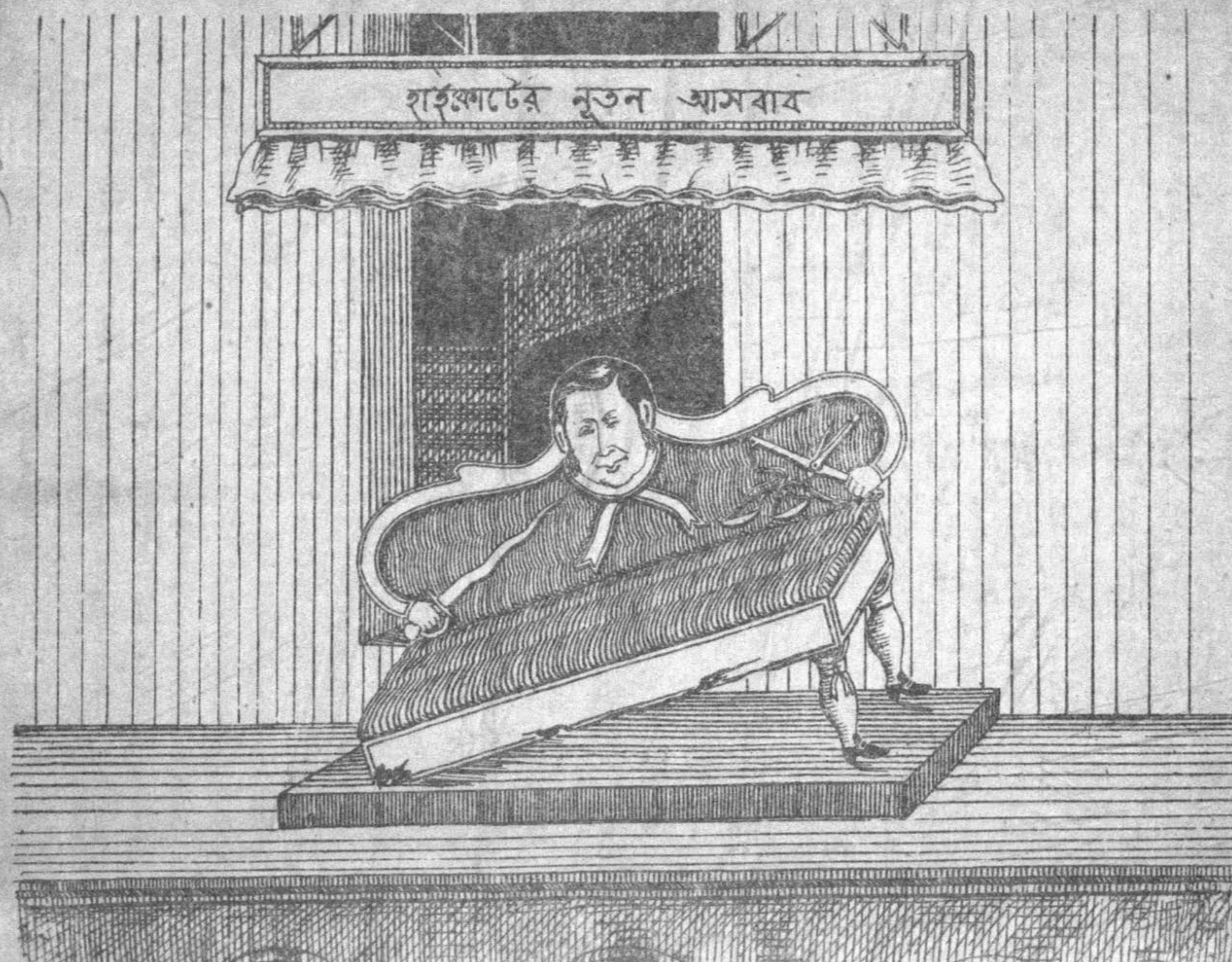
নমো বিষ্ণু কি বলিলাম "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা" মোটে তার মাগ কই। মুছলমানেরা বলে ওটী হ্যাঁচুদের বাঁজা বছর ন্যাড়কা করা দ্যাবতা। কিন্তু সাবধান সাবধান, মহাসেন হও আর যে সেন হও এখন সেকেলে কোষ্টি আর খাটবেনা। গৌরাঙ্গের ভাবে নগর কীর্ত্তন করা নয়; মোহন্তগিরি খাটবেনা, হোলি অয়েল (holy oil) মনে থাকে যেন। বোধ হয় সেই ভয়েই লুকাইয়াছেন, পরামর্শ মন্দ নহে, তাই থাক। হে লক্ষ্মি স্বরসতি তোমাদের কি বলিব, তোমাদের সহ কখনই চেনা পরিচয় নাই আমার কথা শুনিবে কেন?

হে ভাই চোরা তুমি আর দাঁত খিচুলে কি হবে?

হে ভাই সিংহ তুমি অমন কোরে দাঁড়াইও না তুমি এবার অবধি পেণ্টুলেন পোরে এসো, তা না হলে কোন্ দিন অশ্লীলতা নিবারিণী সভায় ধরে নিয়ে যাবে। হে পাঠকবর্গ! এক্ষণে সকলেই এসেছেন; এক দিবস দ্বিদিবস কিম্বা ত্রিদিবস দর্শনের নিমন্ত্রণ; তবে একটা কথার কথা বলে রাখি যদি বিস্মৃতি ক্রমে ভুলে যান। কিম্বা ব্রাহ্মণ বলিয়া জাত্যাভিমান করেন। প্রণামিটী ভুলিবেন না। ৩ টাকা রিজর্ব্ব সিট, ২ টাকা ফ্রণ্টসিট, ১ টাকা ব্যাকসিট, ॥০ আনা গ্যালারি।

ইতি বেঙ্গল থিয়েটর।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।


হাইকোর্টের নূতন আসবাব

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয়ু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

পঞ্চম সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৷০ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ২২৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

দুর্ভিক্ষের ইতিহাস।

সভ্যগণ। আজ কাল দুর্ভিক্ষই সকলের চিত্তগ্রহণ করেছে এমন কি সামান্য মুটে মজুর থেকে ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়া পর্য্যন্ত সকলের মুখে দুর্ভিক্ষ শোনাযাচ্চে। এরূপ স্থলে আমার আর চুপ কোরে থাকাটা চলে না পাঠকগণ মনে দোষ লতে পারেন এই আশঙ্কায় আমি আপনাদের কাছে দুর্ভিক্ষের আগাপাস্তলা বর্ণন কত্তে প্রবর্ত্ত হলেম।

দুর্ভিক্ষ এই শব্দটী অনেক দিনের—বোধ হয় ইজিপসেন মমির অপেক্ষা ও পুরাতন। এ শব্দটীর সৃষ্টিকর্ত্তা সাক্ষাৎ মহাদেব—তিনি যখন বুড়ো ষাঁড়ে সওয়ার হয়ে রামসিঙ্গে বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তাড়াদিয়ে বেড়াতেন তখন যে খানে কিছু মাত্র ভিক্ষা মিলতো না সে স্থানকে দুর্ভিক্ষ স্থান বলে নির্দ্দেশ কত্তেন। সেই হইতেই শব্দটীর সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে যে রূপে অন্ন কষ্ট বোধক হইয়াছে তাহা আর আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; মক্ষমুলার ভট্ট প্রভৃতি ভাষা তত্বজ্ঞেরা তা নে যত মাতা কোটা কুটি কত্তে পারেন করুন। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের ইতিবৃত্ত বলাই কর্ত্তব্য তাস্থরু করা যাক—

দুর্ভিক্ষটা সকল দেশেই সময়ে সময়ে হয়েছে কিন্তু সে সমস্তের ইতিহাস দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় এই জন্যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কথাই বলা যাউক। অগ্রহায়ণের শেষেও চালের দর

১৮ ছিলো তাতেও লোক ছুঁতে চাচ্ছিল না এমন সময় শোনা গেল যে বঙ্গ ও বেহার বাসীগণের সুকৃতি সকল দেখে দেব রাজ ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে তাদের পাকা ধানে মই দেবার জন্যে স্বর্গের ছ্যাদা গুলি একবারে বুজায়ে দিচ্চেন। এই খবর পেয়েই আমাদের সংবাদ পত্র সম্পাদক ভায়ারা হাটের ষ্যাড়ার মত হুজুকে মেতে উঠ্লেন, কেউ বল্লেন আট আনা ফসল মারা গেছে, কেউ দশ আনা, কেউ বার আনা কেউ চোদ্দ আনা, কেউ বল্লেন মূলে হাবাদ হয়েছে। কেহই বুঝলেন না যে একেবারে জল নিকেশের পথ গুলি বন্ধ হলে স্বর্গ ড্রেনেজ বন্ধ হয়ে জলে পুরে যাবে। সে ভাবা দূরে গে সকলে আপন আপন বিচক্ষণতা দেখাতে কাল মুকো কলম ধরে আস্ফালন কত্তে লাগলেন। রপ্তানি বন্ধ করা উচিত, চালের দর বেঁধে দেয়া কর্ত্তব্য, যে খানের চাল সেই খানেই থাক, বিদেশ থেকে চাল আনা হোক ইত্যাদি পাকা মো ঝাড়তে লাগলেন। তাঁদের চীৎকারে আর কান পাতা ভার হলো। ইংরাজি সম্পাদকগণ দেখলেন সুযোগ মন্দ নয় দুই দশ জন জাতভায়ের রোজগারের পথ হয়েছে ওমনি তাঁরা ও গোলে হরি বোল দিয়ে মহা গোল কত্তে লাগিলেন। সকলেই মত দিতে লাগলেন যে গবর্মেণ্টে চাল কিনে আকাল পীড়ত স্থানে দিন। গবর্মেণ্ট করেন কি সাঁকের করাতের মুখে পড়লেন যদি কিছু না করেন উড়িস্যার ফেমিনে বিডেন সাহেবের মত দুর্ণামের ভাগী হবেন, আর যদি রপ্তানি বন্ধ করেন তবে সম্পত্তি শাস্ত্রের বিরোধী কার্য্য জন্য ব্যবসায়ীগণের নেত্র শুল হবেন। কাযেই জগৎ জুড়ে আন্দোলন হতে লাগলো ও দোকানী পসারী কেরাণী, কাঁশারি, কাণে তুলো, হাবু ব্যয় কুণ্ঠিত বাবু সকলেই পাছে পরে দর বেড়ে যায় এই আশঙ্কায় চাল কিন্‌তে বেরোলেন। চেলো মহাজনেরা যো পেয়ে আজ চার আনা, কাল দুই আনা, কোরে চালের দর তিন টাকার হারাহারি করে তুল্লেন। এমন সময়ে গবর্মেণ্ট চাল খরিদ করা স্থির করে অনেক চিন্তাকত্তে লাগলেন ; বড় বড় লালুজগদল সভা করে বসে গেলেন, সভ্যগণ মাতা ঘামাতে লাগলেন কিন্তু স্থির কত্তে পারেন না যে কোথায় চাল খরিদ করেন ও কার মারফৎ। শেষে টানা পাকার বাতাস, খস্‌খসের টাটী বরফের জল, হাভানাসিগার ও বিবিগণের মিষ্টালাপের সাহায্যে স্থির হলো যে কলিকাতাতেই চাল খরিদ হওয়া উচিত ও ইংরাজ সদাগরগণের মারফৎ করাই সুবিধা ; যে হেতু বাঙ্গলীরা চালের বোঝেই বা কি , করেই

বা কি ? চাল খরিদ স্থরু হলো—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন !" বলে ক্রেতারা দোহাতি কিনতে লাগলেন লোকে বলে "একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ" মহাজনেদের তাই হলো" সহজেই হ্যাঁপাতে ৩ টাকা দর তুলে ছিলেন তাতে আবার গবর্মেণ্টের খরিদ হচ্চে শুনে মন ইষ্টিমবইলারের মত গরম করে তুল্লেন—সাড়ে তিন টাকা, পৌনে চার পর্য্যন্ত দর ঠেলে তুললেন; তাতেও দুই এক জনের তুষ্টি না হওয়াতে বলে বসলেন "আভিনেই বেচেঙ্গা।" গরিব গুর বো সামান্য গৃহস্থ লোক সকল মাতায় হাত দে বসলো দুচার জন সদাগরের পেট পুরলো। এটা বড় বিচিত্র নয় জলেই জল বাঁধে মরু ভূমিতে যায় না! এ সকল দেখে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়াসনের সভ্যগণ ভাবলেন যে আর চুপ করে থাকা যায় না ও একটী সাধারণ সভা সমাহরণ করে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা কত্তে প্রবর্ত্ত হলেন। সভা বড় গুলজার, মাতা ধরা লোক সব আত্ম গৌরব রূপ ন্যাজ উভকরে নল, লীল, গয়, গবাক্ষ, জাম্বুবান্, অঙ্গদ, হনুমান্, স্বগ্রীবের মত উপস্থিত হলেন, দুদশ জন নূতন নামাভিলাষী মর্কটের মত উকি ঝুকি মাত্তে লাগলেন, সভার কার্য্যারম্ভ হলো ও পাছে ইনকার মেসনের কমি হয় এই ভয়ে সকলেই ফেমিন ফেমিন করে চেঁচাঁতে লাগলেন; স্বরখালের সাক্ষী! বড় বড় লোকেরা লিড নিয়ে বল্লেন এ দুর্ভিক্ষ বহু দূর ব্যাপী হবে এবং দুই একজন এমনো বল্লেন যে "দুর্ভিক্ষে চাল অভাবে মরিতে হবে টাকা দিলে ও চাল মিলবেনা" কিন্তু এ সকলই রাম না হতে রামায়ণ হলো; দুর্ভিক্ষের এখন দণ্ড দেখা যায় নাই ॥

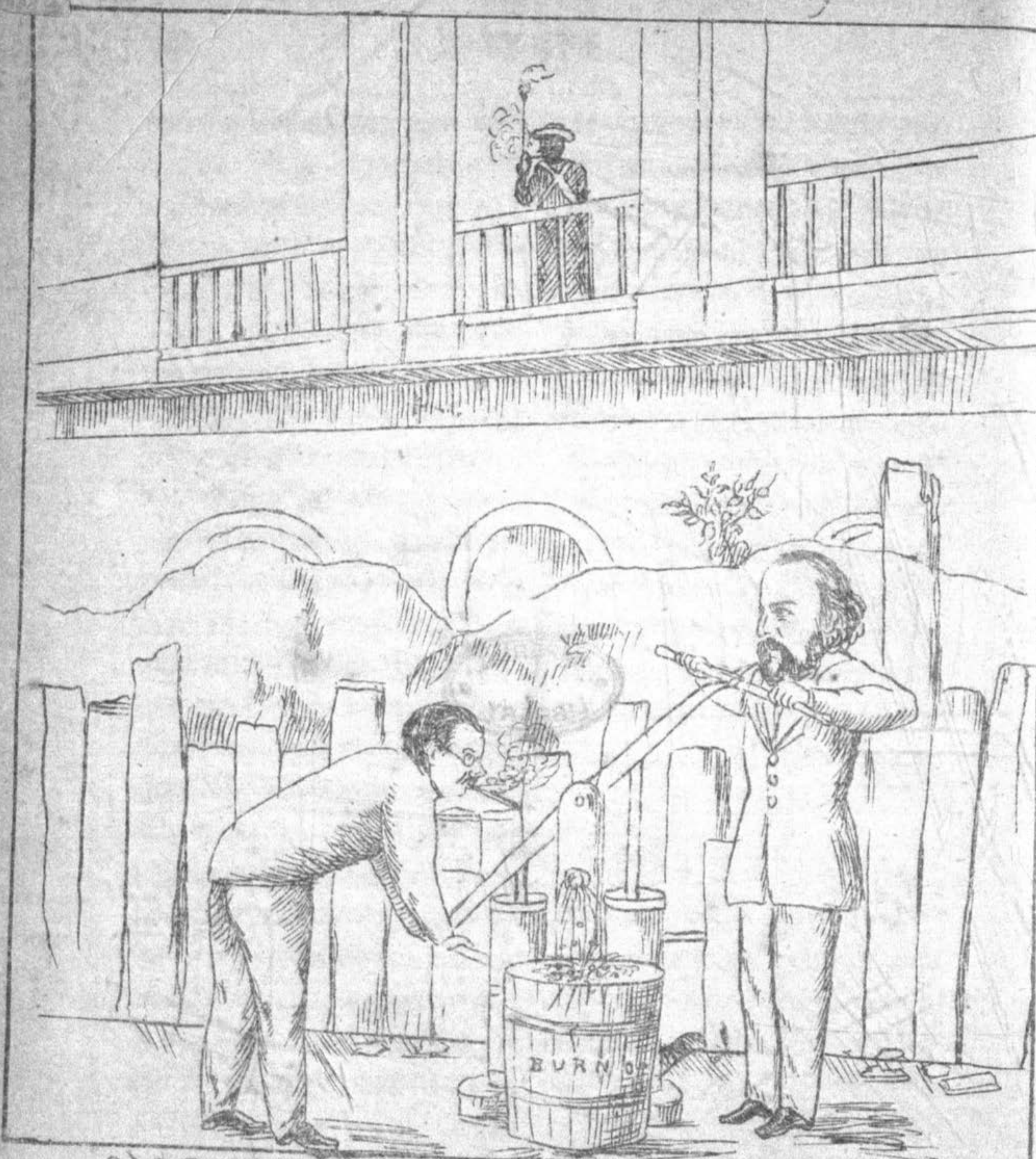
এখন চালতো খরিদ স্থরু হলো চালানের ও ব্যয়ের জন্য হাজার কতক লোক না হলে তো চলেনা। যত ইংরেজ ফিরিঙ্গী উমেদার ছিল সকলকেই এক এক কর্ম্মের ভার দেয়া হলো—। গবর্ণমেণ্টের বড় বড় খয়ের খাঁ কর্ম্মচারী ফেমিন অঞ্চলে মাহিনার বৃদ্ধির সহিত বিশেষ নিয়োগ পত্র পেলেন ও রাজার মা পাঁজকাটনীর সঙ্গে দশবিশজন কোরে কুঁজ ধরুণী চললো।

লোকে লোকারণ্য, রথ দোল বা কোথা লাগে! এদেশী সাহেবদের পেট ভরাতেই সই হলোনা রেঙ্গুণও বিলাতের সদাগররাও কিছু গুঁড়া গাঁড়া পেলেন। সকলেই ফেমিনের ভয়ে সশঙ্কিত হলেন; কিন্তু ফেমিন আর হয় না! কি করা [যায় রিলিফের জন্য নিযুক্ত মহামহোপাধ্যায়েরা ভেবেই আকুল একজন লোকেও গবর্মেণ্টের গোলাজাত করা চালকিনতে যায় না

কেবল রুইপোকাগুলো দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়ে গোলাগুলির আশ্রয়ে এল। রবি ফসল ক্রমে নাবলো গম, ছোলা প্রভৃতির দর ঘেটে গেল তখনও চৈতন্য হলোনা; আর হলেই বা কি করা যায় গোড়াতে ওপোরওলাদের কাছে লেয়াকতি দেখাতে লম্বা রিপোর্টে চালের দরকার কত তা লেখবার সময় সাম্পিনের ঝোঁকে হাত থামাতে পারেননি বেহুদো সুন্নি ফেলেছিলেন—কেউ লিখেছেন ১ কোটী মোন কেউ লিখিচেন দুইকোটি মন, তার জবাব দিহি করেকে? শেষে সকল রিলিফ আফিসারে মিলে ষড়যন্ত্র কল্লেন যে তার উপর তার উপর চাল চাওয়া যাগ তা হলেই ডুবে, ভিজে, পড়ে, পুড়ে কতকটা চাল খরচ হবে আর দেশের গাড়ি বলদ নৌকাদি সব যোড়া থাকবে। এদিগে গবর্মেন্ট দোহাতি চাল পাঠাতে লাগলেন আর আফিসারেরা এরূপ দক্ষতার সহিত রিলিফ কার্য্যে লাগ্‌লেন যে গাড়ি মুটে বলদ সব আটকে ফেললেন; দেশীয় ব্যবসাদারগণের আমদানী রফতানী একেবারে বন্ধ করে ফেল্‌লেন, কাযেই যেখানের চাল সেখানে রইলো অথচ লোকের অন্নাভাব ঘটলো—হাবড়ায় ব্যবসায়ীদের চালের পোনেরদিন অন্তরেও চালান রসিদ পাওয়া ভার হলো, আর "কোম্পানিকা মাল দরিয়া মেঢাল" হতে লাগলো। বাহবারে কৌশল এ বিদ্যাসুন্দরের হীরে মালিনীর চেয়ে এককাটী যেয়াদা হলো "হয়কে নয়, নয়কে হয়" করায় অনেক বাহাদুরী চাই! যাহোক দুর্ভিক্ষের চাল গুলো ব্যয়ের এক রকম যোগাড় করেছেন কিন্তু যে কখান ইষ্টিমার আসচে তার কি করিবেন ভেবেই অস্থির হয়েছেন। কেউ বলচেন হাওয়ালা খেয়ে বেড়াবেন; কেউ বল চেন চাল পচানি গন্ধে যে সব লোক মারা পোড়বে তাদের সব ঐতে ববেন; কিন্তু বোধ হয় যে চাল বোঝাই দে ইষ্টিমার কখানিকে ডোবাতে পাল্লেই ভাল হয়—ইষ্টিমার কখানাও যাবে আর কতকটা চালেরও খরচের জন্যে ভাবতে হবেনা। বিলাতে জেমস ইষ্টিফিন সাহেব বলেচেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই; আর আমার বাসন্তিকা বলেন যে গবর্ণমেণ্টর ফেমিন রিলিফ বন্দবস্ত হাতিদে লাঙ্গল দেয়ার মত হচ্চে। আমি বলি মূলেই ভুল ৬ কোটী টাকার ছিনিমিনি খেলা হলো কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ একটীও পেলেনা।

ধর্ম্মের উন্নতি।

ধর্ম্ম স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র অন্বেষণ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে ঠাকুর ও সৈন্যদল কিরূপ যুদ্ধ করিতেছেন,—



মিউনিসিপ্যালিটি ড্রেন নির্ম্মাণ করতঃ কলিকাতার রসকষ নির্গত করিয়া শুষ্ক করিতেছেন।

সঞ্জয় বলিলেন ঠাকুর দলের প্রধান সেনাপতি অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন বহ্বাস্ফোটন ও সংশোধন করতঃ পর্ব্বতের গুহাতে শায়ী হইয়াছেন। তাঁহার অনুচর সকল মাভৈ মাভৈ রব করতঃ উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতেছে; এই অবকাসে সেনা দল স্থানে স্থানে নিঃঠাকুর করণাভিপ্রায়ে ঝঙ্কার করিতেছে, কেবল চতুর্দ্দিকে কোলাহল ও মার মার কাট কাট শব্দে বীর সকল বল ও বীর্য্যেতে স্ফীত হইতেছে। যুদ্ধে কে দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না, কিন্তু বোধ হয় যে কিয়ৎকালের মধ্যে এই দুই দলকেই শমন মন্দিরে গমন করিতে হইবে ও স্থষ্টির নিয়মানুসারে ধর্ম্মক্ষেত্র নূতন তরঙ্গে তরঙ্গিত হইবে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্ন।

হাঁগা শুনতে পাচ্চি এখন নাকি সকল মেয়েমানুষ বড় সায়েবের বাড়ি, টৌনহাল ও আর আর যায়গায় ঘাগরা, জুতো পোরে বেড়াতে যায়, এরা কেমন মেয়েমানুষ গো, এরা ভেরোম কার কাছে রেখে যায়?

স্বামী—বর্ত্তমান কাল উন্নতকাল, এক্ষণে উন্নতভাবে সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, যদি স্ত্রীলোককে স্বাধীন না করিতে পারি ও চিরকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখি তবে ধিক্ বঙ্গভূমি ও ধিক্ সুশিক্ষিতগণ।

স্ত্রী—ওমা তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভাত চাল হচ্চে, তুমি বুঝি আমাকে একদিন আয়ার বেশ পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নে যাবে? তা হোলে তোমার পায়ে মাতামুড় খুঁড়ে মরবো।

স্বামী—বাহিরে গমন না করিলে তোমার মন চিরকাল সংকীর্ণ ভাবে থাকিবে, তোমার মনের বল বিকশিত হইবে না, তোমাকে অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন থাকিতে হইবে।

স্ত্রী—এসব ঠাকুরালী ছেড়ে দেও, আমি ছেলের মা বুড়ি, আমাকে ধরে টানাটানি কেন, ইচ্ছে হয় একটী যুবতী ব্রাহ্মিকাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে সাথে লইয়া বেড়াও।

স্বামী—আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে বলে যে এক পুরুষের এক স্ত্রী হইবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা পাতক। এক্ষণে তুমি আমার সকল অনুষ্ঠানে যদ্যপি যোগ না দেও তবে অন্য ব্রাহ্মদিগের নিকট আমার মুখ পুড়িয়া যাইবে। প্রিয়ে ওঠ ঘাগরা পর।

স্ত্রী—(ঘাগরা দেখিয়া ঠক ঠক কাঁপিয়া ভূমে পড়িলেন নিকটস্থ একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল) "ওরে সর্ব্বনাশ মা ঠাকুরুণ গেলেন।"

স্বামী—(ম্লান ভাবে) ভারত ভূমির কিছুই হলোনা। বলিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

কলিকাতার চাল চুল।

পূর্ব্বে গুরু ও উচ্চ সম্বন্ধীয় লোক সকলকে আমরা মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিতাম এক্ষণে সে রীতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেবল দুইহাত কপালে ঠেকাই। পূর্ব্বে তামাক খাইবারও আবরু ছিল, এক্ষণে কেবল অঙ্গুল আড়াল দিয়া সে কার্য্য হইতেছে এবং কোন কোন স্থানেও তমাক দূরে থাকুক গুরুজনের সহিত সুরাপানের আমোদ আহ্লাদ একত্রে বসিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রাচীন ও গুরুজন বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে দুর্গা টুন্ টুনির স্বরূপ গণিত হইতেছেন ইহাই এক উন্নতির লক্ষণ।

মাতা পিতার প্রতি ভক্তি।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ ভক্তি পরায়ণ ছিলেন, ও তাহার দাস হনুমান্‌ও দৃষ্টান্তের স্থল কারণ সীতাকে মা বলিয়া তাঁহার জন্য তিনি কি না করিয়াছিলেন। এদেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে বটে কিন্তু পিতা মাতার ভক্তি সাধারণতঃ তত দর্শিত হইতেছে না। বাবু সুশিক্ষিত ও বিষয় কর্ম্মে উন্নত হইলেই পিতামাতার প্রতি উচ্চভাব প্রায় করেন না ও কেবল তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্রের ন্যায় দৃষ্টি করেন। ইহা কি উন্নত ভাব? এ বিষয় সংক্রান্ত একটী গল্প বলা যাইতেছে—একজন ধনাঢ্য মুৎশুদ্ধি বাবু কোন কার্য্য বশতঃ আপনার পিতাকে আফিসে লইয়া গিয়াছিলেন; পিতার আচ্ছাদন বড় ভাল ছিলনা দৈবাৎ সাহেব আসিয়া মুৎশুদ্ধি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনিকে?" মুৎশুদ্ধি বাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "ইনি আমার একজন পরম বন্ধু" তাঁহার পিতা হাতযোড় করিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ আমি বাবুর বন্ধু নহি কিন্তু বাবুর মায়ের বন্ধু বটে।"

মীমাংসা কৌমদি।

১৯এ ও ২৬এ বৈশাখের মুর্শিদাবাদ নূতন মীমাংসা কৌমদি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারসংগ্রহ করিয়া আমাদিগের পাঠকবর্গের বহুপাঠ কষ্ট দূর করিবার আমরা সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইলাম, এ বড় গুরুতর মীমাংসা পাঠকবর্গকে গুরুতর পাঠ করিতে হইবেক।

৩০০ বৎসর অগ্রে মুনি ঋষিরা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে

সেই সব ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজের উন্নতি সাধন করিবেক না কেন।

শৈশবাবস্থায় শিশুরা কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বল বুদ্ধিশালী হয় তবে যৌবনে শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া বলবীর্য্যশালী হইবেনা কেন?

আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ব্রাহ্মণদিগকে দেবতা বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে আমরাও দেবতা বলিয়া মানিব না কেন প্রভু একবার বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তবে শুওর দেখিলেই বা গড় করিব না কেন?

মুনি ঋষিরা নিঃসন্তানা রাজমহিষী ও স্ত্রীগণের পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করিতেন। এক্ষণে তাহারা এপ্রকার পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করিবেন না কেন?

তারকেশ্বরের মোহন্ত নিঃসন্তানা স্ত্রীগণের পুত্র উৎপাদন করিতেন এক্ষণে তিনি বা পুত্র উৎপাদন করিবেন না কেন?

অগ্রে যে সকল দ্রব্য শুদ্ধ পবিত্র জ্ঞানকরা হইত এক্ষণে তাহা হইবে না কেন।

অগ্রে গোময় লিপ্ত করিয়া বাসাদি শুদ্ধ করা হইত এক্ষণে পশুমি গালচে দুলচে কৌচ কেদারা সুশোভিত বাসচয় গোময় লিপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে না কেন?

বেদ পুরাণ হইতে যে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা ও লিখিলাম।

হিন্দুজাতিরা মদ্য খাইত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মধুবনে মধু খাইয়া মাতাল হোতেন? ঐ মধু মৌমাছির মধু। গো কুক্কুট শূকরাদির মাংস খাইতেন না, কিন্তু গোমেধ অশ্বমেধ করিতেন; সে মেধ অস্বস্তি বোধ হয়। আর ভীমসেন প্রভৃতি রাজাচয় যে মৃগয়া করিতেন সে বুনো কচু আর ঘেঁচু। একটী বিষয়ে কেবল সন্দেহ রাখিয়াছেন একাল পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে পারেন নাই। যথা মহিষেরা কেশে ঘাস খাইয়া এত বলিষ্ট হয়, তবে মনুষ্যেরা কেশে ঘাস খাইলে বলিষ্ট হইবে না কেন?

কিন্তু লেখক ছাড়িবার লোক নহেন এ বিষয়টী স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া লিখিবেন বলিয়াছেন।

এমত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের অবস্থা উন্নত কি বিড়ম্বিত আমাদের মনে, এমন কি, প্রত্যেক পাঠকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

শ্রাদ্ধ মন্দ নয়।

বৈশাখে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে বিংশতি দিবসে ৩৮ গতে ৺ পণ্ডিত কালীদাসের

বাপের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় হোমরা চোমরা কালেজ ও টুলো পণ্ডিতেরা অধ্যক্ষতা করিয়া মহা প্রীতি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য তাঁহাদের মত লইয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ দাড়ি গোঁফ ফেলে ছিল। কেহ কেহ ফেলেন নাই। শকুন্তলার, "যৎতেজ্যং তৎত্যজেৎ" মতে বালক বলিয়া দাড়িটে কামানো হয় নাই। সভাস্থ লোক মাত্রেই অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন বিশেষতঃ আমাদের নারায়ণী দাসী ও ভারতীদাসীর, সম্মুখে দাড়াইয়া হাত নাড়িয়া, কীর্ত্তনে সকলের মনোমোহিত হইয়াছিল। শেষ বেলাত শ্রাদ্ধটা গড়াবার উৎযোগ হইয়াছিল। কিন্তু এতজন টিকিওলা কালেজি ও টুল পণ্ডিতের নিকট হইতে কি পার পাবার যে আছে।

কর্ম্মটী অতি উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ করা হইয়াছে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরাও যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি তবে একটী দুঃখ রহিল।—৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় যদি জীবিত থাকিতেন তো কি পর্য্যন্ত যে সন্তোষ লাভ করিতেন তাহা বলিতে পারি না, আমার বোধ হয় যে এত টিকি একত্রে তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। তাঁহার লাইব্রেরিতেও ছিল না।

আবার শ্রুত হইলাম যে কোন পণ্ডিত মত দিয়াছেন যে এ শ্রাদ্ধ উত্তম রূপে হয় নাই আর একবার করিতে হবে। কিন্তু এ বিবেচনা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই বৎসরের মধ্যে একবার বৈ শ্রাদ্ধ করা বিধেয় নয়। যদি আর একবার করা হয় তবে বিপক্ষ পক্ষেরা বলিতে যো পাবেন ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া পুলিষে দিবেন।

সভাদর্শন।

মিউনিসিপাল অত্যাচারে ত জ্বালাতন! সকলেই জ্বালাতন। মিউসিপাল সভা মাঝে মাঝে হয়, আমি এক দিন সেই সভায় জ্বালাতন হয়ে উপস্থিত। জলপাই না বলে জলের কর দাও। আলো পাইনা বলে আলোর কর দাও। এক দিন একটী ফিট বাবুর সহিত আমার দেখা হয়, শুনিলাম তিনি মিউনিসিপালিটিতে কাজ করেন। তিনি অশ্লীল সভার সভ্য, কিন্তু তিনি যে রূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমাদের ন্যায় পাষণ্ড বোধ হয়। আমি বলিলাম বাবু আমি আলো, জল পাইনা, কিন্তু তবু আমার কর দিতে হয়। তিনি বলিলেন টাকায় কুলায়না। আমি বলিলাম তবে আমার টাকা দিয়া অন্যকে জল ও আলো দাও ক্যান। তিনি বলিলেন সমাজের রীতিই এই। আমার



সাবধানি বালক।

কর্ত্তা— বলি রামা ইস্কুলে যাস্‌নি?
রাম— ডাক্তার হাত দেখে বারণ কোরেছেন।
কর্ত্তা— তবে যে এই ঠিক দুপুর ব্যালা ছাগোল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিস; তোর কি অসুখ করেছে?
রাম— ডাক্তার মহাশয় হাত দেখে বোলেন রোদে ইস্কুলে গেলে সর্দ্দি গোর্ম্মি হবে।

টাক্ চুলকাইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম এ আবার সমাজের কি রীতি? টাকা দেবো আমি, লাভ ভোগ করবে অন্যে, মনুতে এ রূপ ব্যবস্থার গন্ধও ত নাই! আমি বলিলাম, কই মহাশয় আমাদের পাড়ায় ত এ রূপ সামাজিক রীতি কিছুই নাই। আমার বাসন্তিকা আমারই বাসন্তিকা অন্যকেহই তাহার উপর কোন রূপ দাবি করিতে আইলে আমি তাহাকে পদাঘাত—

ফল বাসন্তিকার উপর অন্য কেহ দাবি করিবে এই ভাব তখন মনে উদয় হওয়ায় আমার ক্রোধে শরীর জ্বলিয়া উঠে। আমি যেমন মুখে পদাঘাত বলিলাম, অমনি পদাঘাত করিতে শ্রীচরণ খানি তুলিয়াছিলাম। এখন মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া যে একটী শক্তি সে শক্তিটী আমার বড় অবাধ্য ও চঞ্চল। আমার শরীরের কোন স্থানে যে সে শক্তিটী থাকে তাহা এই পঞ্চাশ বৎসর মনোনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন করিয়াও আমি স্থির করিতে পারি নাই। কখন বোধ হয় উহা আমার উদরে, কখন বোধ হয় আমার চরণে। এখনত বোধ হয় যে এই দুইটী স্থানের কোন২ স্থানে উহা অবস্থিতি করে। ঐ শক্তির ভরে উহা স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক আমি পদাঘাত করিতে যে চরণ তুলিয়াছি আর যেমন বগী গাড়ি কাত হইয়া পড়িয়া যায়, অমনি ভূমিতে পতিত হইলাম। যখন পড়ি তখন কাত হইয়া কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গুণে উবুড় হইয়া মৃত্তিকায় পড়ি। বাবু আমাকে তুলিয়া বিস্তর শান্তনা করিয়া বলেন যে তুমি এক খানা দরখাস্ত লিখিয়া মিউনিসিপালিটীতে উপস্থিত হইও। মিউনিসিপাল সভায় যাওয়ার আমার এই কারণ। সভায় যাইয়া দেখি প্রকাণ্ড ব্যাপার, সাহেবরা সব গজাননের ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন আর আমাদের বাঙ্গালি বাবুরা অনেকে, আর চাচা মহাশয়েরা সকলে তাহাদের পাছে বসিয়া আছেন। বোধ হইল যেন সাহেবদের লেজ ধরিয়া বসিয়া আছেন। এ বিষয় আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, কারণ সাহেবদের লেজ আছে কি না সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, সুতরাং আমি তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু আমার যে রূপ বোধ হইল সেই রূপ বলিলাম। আমি সভা দেখিয়া ভাবিলাম তবে একটা কি প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে। কি কাণ্ড জানিবার জন্যে ব্যগ্র হইলাম। রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তিনি "বিফ, ইন্ ইণ্ডিয়া" ইত্যাখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে বড় প্রশংসা লাভ করেছেন, তাঁকে উপস্থিত দেখে ভাব্‌লেম বুঝি শূলগব যজ্ঞ হবে

কিন্তু অগ্নি দেখিলাম না। কি করি পরিশেষে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাবু বিষয়টা কি? রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন হাঁ মহাশয় আমি ভাল আছি, আপনাকে ধন্যবাদ দেই। আমি বলিলাম তা ত দেখতেই পাচ্ছি, বলি এ ব্যাপার খানা কি? তিনি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন যে হাঁ মহাশয় আহার করা হইয়াছে। তখন আমার মনে পড়িল যে সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন, রাজেন্দ্র বাবু লোকের নিকট কালা বলিয়া পরিচয় দেন। আমি তখন কি করি, কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম বাবু ব্যাপার টা কি? আর যাবে কোথা! অমনি দু ব্যাটা পেয়াদা আসিয়া আমাকে ধরিয়াছে, আবার মাধ্যাকর্ষণিক গণ্ড গোল উপস্থিত, কিন্তু প্রাণে প্রাণে সামলাইয়া গেলেম। শেষে শুনিলাম কি যে সিপাহি যুদ্ধের সময় আউটরাম নামে এক সাহেব যিনি অনেক হিন্দু ও যবন কুলের শোণিতে ভারত প্লাবিত করেন, তাহার প্রতিমূর্ত্তি ময়দানে আছে, উহা মিউনিসিপালিটীর অধিকারের বাহির। কেহ কেহ প্রার্থনা করিয়াছেন যে মিউনিসিপাল ব্যয় দ্বারা উহাতে আলোক দেওয়া হয়; তাহা লইয়া বিচার হইতেছে। হগ সাহেব বলিলেন "যাহারা কর দ্যায় তাহাদিগকে আলো দিতে পারি না, যেহেতু টাকায় কুলায় না আজ্ মিউনিসিপালিটীর বাহিরে টাকা দিলে আমায় দরিদ্র প্রজাগণ কি বলিবে" হরিদাস বাবু বলিলেন "আজ্ চাঁদের যে দরিদ্র প্রজার প্রতি বড় দয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

উইলসন—আমরা একবার নিয়ম ভঙ্গ করিলে যেখানে সেখানে মিউনিসিপালিটীর বাহিরে টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

রবার্ট। তা ত বটে এ কর্ম্ম হইতে পারে না।

শশী। ইহা যদি হয় তবে আমি আত্ম হত্যা হইয়া মরিব।

হরিদাস। হে জুষ্টিস ভ্রাতৃগণ তোমরা শ্রবণ করো। আউটর‍্যাম বীর দেশের পরমোপকারী বন্ধু। সেই ৫৭ সালের কথা মনে করিলে কাহার না রোমাঞ্চ হয়। তখন কে আমাদিগকে রক্ষা করে? সেই আউটর‍্যাম, তাহারি প্রতিমূর্ত্তির আলোর নিমিত্ত কিঞ্চিত ব্যয়, তাহাতে আবার কৃপণতা, ধিক্! যেই আউটর‍্যাম যবন ও হিন্দুকুল ধ্বংশ করিয়া দেশকে দেশ ছারখার করিয়া আমার দয়াবান্ ব্রিটিশ র‍্যাজ্যকে উদ্ধার করেন সেই আউটরামের প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত কিঞ্চিত ব্যয়, তাহাতে আবার ইতস্তত?

শশী। আপনাদের এমন ভক্তির

স্রোত উচ্ছলিত হইয়া থাকে তবে পরের টাকা দিয়া কেন? আপনারা হার করিয়া টাকা দিউন গে। আমার কথা বলিতেছি, এ টাকা মুঞ্জুর হইলে আমি আত্মঘাতী হইব।

হরিদাস। ইহাতেও তোমদের মন বিগলিত হইল না? তবে শুন। আমাকে প্রধান সেনাপতি ডাকিয়া পাঠান। আমি আর বিলম্ব করিলাম না। আমাকে সাহেব বলিলেন তোমার আমার জন্যে লড়াই করিতে হইবে। আমার ইহা শুনিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইল। আমি করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম ধর্ম্মাবতার আমি বন্দুক ধরিতে জানি না, তরবারি ধরিতে জানি না, যদি ষ্টিল পেন হয় তবে হুজুরের আজ্ঞা এক রকম পালন করিতে পারি। তাহাতে সাহেব বলিলেন যে তাহা নয়, আউটর‍্যামের প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত মিউনিসিপালিটী হইতে গোটা কয়েক আলো সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। আমি তখন সেলাম করিয়া বলিলাম, হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনারা এখন বিবেচনা করুন, যখন প্রধান সেনাপতির এই আজ্ঞা তখন সেই ন্যায্য। আমার বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা ন্যায্য আর হইতে পারে না।

এই বক্তৃতার পরে সভা ভঙ্গ হইল ও আলো মুঞ্জুর হইল।

ঘরোবাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আগের সংখ্যার লাগাড়।

বাস্পরথ অল্পকাল মধ্যেই আর একটী ইষ্টেসনে গিয়ে দাঁড়াল এবং পূর্ব্ব মত পেয়াদামিয়া বার হয়ে যে একটী চীৎকার কত্তে লাগলো, তাশুনে পাতসা মনে কল্লেন বুঝি আবার সেই পুত্রের বিবাহের হঙ্গাম উপস্থিত হলো, ও সহচরগণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন এখানে "আবার কিসের গ্রামভাটী চায়হে?" সহচর বল্লে "মহারাজ ও বদ্দিবাটী ডাকচে ভাটী চায়নী—"। এ স্থানটীতেও রেলওয়ে কোম্পানীর দাঁড়ান না দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কুমার নগরের মত অবিলম্বেই রথ চললো ও পাতসা উকিমেরে দেখলেন একখান কাঠে লেখা "বিদ্যাবতী" এবং পারিষদকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "বিদ্যাবতী কিহে?" তৎশ্রবণে পারিষদ উত্তর করিল "মহারাজ বৈদ্যবাটীর নাম হণ্টর ঐ রূপ লিখিতে বলেন ও বিমস তাহার প্রতিপোষক"। পাতসা ইতিবৃত্তের পত্র দেখিবার উদ্যোগ কচ্চেন এমন সময় তাঁর চিত্তে একেবারে ভক্তি রসের ঢেউ উঠে পড়লো এবং শ্রীচৈতন্যের স্নান-পুণ্যোদক-নেমীতীর্থ তাঁর মনে উঠ্‌লো। সংসার বন্ধ বিমোচক নেমীতীর্থের সঙ্গে সঙ্গে আবার চাঁপদা-

নীর মাঠ মনে হলো—এ মাঠেও অনেকে লাঠীর চোটে সংসার বন্ধ হতে মুক্ত হয়েছে। নেমীতীর্থের চেয়েও এ কাজে বড়, যেহেতু তাতে পরকালের মুক্তি আর এতে এই কালেই মুক্তি হতো। অতঃপর বৈদ্যবাটী নামটীর আদি নিরূপণের যত্ন হইবাতে পাতসা বল্লেন "হাঁহে বৈদ্যতো অনেক স্থানেই আছে তা এ স্থানটীর নাম বৈদ্যবাটী হলো কেন?" তদুত্তরে একজন অনুচর কহিল, মহারাজ এইখানেই বৈদ্যকুল চূড়ামনি "ত্বয়া ন পঠিতাচণ্ডী ময়ানাপি চিকিৎসিতং; অকস্মাৎ নগরোপান্তেকথং ধুমায়তে চিতা " শ্লোক ব্যক্তা বৈদ্যবরের বাস ছিল ও তাঁহার বিশেষ মান্যের জন্য নামটী দেওয়া হইয়াছে"। পাতসা কহিলেন "কেন এখনতো সকল বৈদ্যেই ঐ শ্লোক বলিতে পারেন।" এইরূপ কথোপকথনে রথ চন্দন নগরে উপস্থিত হলো। কামিনী প্রিয় নরোবর মন্ লাই বেরী হতে ইতিবৃত্ত গ্রন্থ লয়ে খুলে দেখলেন এ নগরটী ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদিগের অধীনে আসে এবং টিক্‌টিকে রকমে কিছু দিন যায়, কিন্তু ডুপ্লের আগমনে ও উদ্দেযাগে এই নগর ভোজবাজীর মত অল্পদিন মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যাদিতে পরিপূর্ণ হয় ও গঙ্গার কূলে অর্ণব জানোপরে বানিজ্য-লক্ষ্মী সদত নৃত্য করিতে থাকেন। সে নৃত্যের কাছে কাশীর বুড়োমঙ্গলে কাচ্ছার উপরের বাই নাচ কোথায় লাগে—ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তারের নিকট উৎপুচ্ছ শকুনীয়ো এ হতে ভাল। যাহোক এউন্নতি চিরদিনের হয় নাই—যেহেতু অল্পদিন মধ্যেই সব নিবে যায়, সে লোক সমাগম, সে সমারোহ কিছুই নাই। ডুপ্লেতো চন্দ্র নন তিনি একটী ধূমকেতু ছিলেন—লোকোপপ্লবের হেতু স্বরূপ। যে দুর্গটী ফরাসিস ধ্বজ ধরিয়া বুক ফুলিয়ে ছিল সেটী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতি তোপের গুতোয় কোমোর ভেঙ্গে পড়লো ও পরিশেষে নগরটী ইংরাজগণের হস্তে পড়িল। ইহার নাম চন্দননগর কেন হইল এ বিষয় নিয়ে এদেশীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীগণের মধ্যে মহাগোল হয় কিন্তু সার উলিয়ম জোনসের ডায়রিতে লেখা ছিল যে ক্লাইব হেষ্টিং প্রভৃতি যখন জিরেটের প্রাসাদে হাঁডু ডুডু খেলিবার জন্য নিমন্ত্রিত হতেন তখন ফরাসীরা "চন্দন সোঁ লিপোয়ায়ে ধাম" প্রথানুসারে নগরটীকে সুসজ্জিত করিত বলিয়াই চন্দননগর হয়। যাহোক ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনশ্চ ফরাসীদের দেয়া হয় এবং সেই অবধিই ফরাসীগণ জোন পাঁচ ছয় ফুঁসিং ফৌজ ও এক আদটা কাষ্টের কামানের বলে ইহা শাসন কচ্ছেন। ইতিবৃত্ত গ্রন্থবন্ধ করে দর্শন কি রূপ দেখিতে যাচ্ছেন এমৎকালে পাতসার

একটী টীপ্‌পনীতে নজর পড়লো এবং দেখেন যে তাতে লেখা আছে—

"যদি মের্জাহতে চাও,
তবে ফরাস ডাঙ্গায় যাও ?
কস্তাপেড়ে ধুতিছেড়ে
কালাপেড়ে নাও।
লাকযুবতি ছাড়বে পতি
যদি ন্যাঙটাপেড়ে পাও।"

এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোহার ঘোড়া ছুটলো অনুচরগণের মধ্যে সাতুবরাট বলে উঠ্‌লো "মহারাজ বড় ভুল হলো এখান পর্য্যন্ত এসেও ফরাসডাঙ্গার দিগ্বিজয়ী মুণ্ডীর মুখ দেখা হলোনা।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ি চুঁচড়ায় গে দাঁড়াল এবং ছিট ছাট চুচারজন সাহেব সেখানে নাবলেন। এই স্থানের ইতিবৃত্ত ঢের আছে কিন্তু তাহা দেখিবার সময় না পাইবাতে কেবল এইমাত্র মনে এল যে এ স্থানটী বড় আয়েশের। এইখানেই ১৮খ্রীষ্ট শতাব্দীর শেষে বাঙ্গালার সাহেব-ক্ষুদ্র-লবাবদের তারণার্থ টানা পাখা অবতার হয় ও এই স্থানে কলিকাতার পরিশ্রান্ত কতক সাহেব নগরের দুর্গন্ধ ও ধুলা হইতে মুক্ত হওনার্থ আগমন করিয়া রাত্রী যাপন করেন; কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের কানাঘোসা এই শোনা যায় যে চিনসুরা নাকি ইউরোপীয়গণের সোনাগাচী। আর অধিক বলা অসম্ভব যেহেতু ঘোড়া থামে না—এখানের দাঁড়ানো ও ছাড়া বুঝা যায় না। যেমন শালগ্রামের শয়ন ও উপ, বেশন!

ক্রমশঃ।

বসন্তক বাসন্তিকা সম্বাদ।

বাসন্তিকা—বলি নাথ আজ এত বিমর্ষ যে ?

বসন্তক—আর বোলবো কি গেলুম গেলুম গেলুম।

বা—কেন কি হোয়েছে!

ব—কেন শুন নি কল্‌কি অবতার যে এসে উপস্থিত হোয়েছেন।

বা—সে কি আমি তো তার কিছু জানিনে।

ব—ওগো আমিও জানিনা, তুমিও জান না, লোকে বলে তাই বলি, একটী পাঁচবছরের মেয়ের পুত্রসন্তান হোয়েছে।

বা—ওমা আমি যাব কোথা! আমরা নবছরের মেয়ের পেট শুনেছি পাঁচ বছরের তো কখন শুনি নি।

বস—ওগো তোমরা শক্তিরূপা তোমাদের অসাধ্য কি আছে, তোমরা এক বছরেও পার। কিন্তু কথাটা হোচ্ছে কি জান, আমরা সামাজিক লোক সব বিষয়ের মীমাংসা কোত্তে হয়, তাহার কিছু পাচ্ছি না।

বা—তার আর এত ভাবনা কি শাস্ত্রে যদি লিখে থাকে তো তাই লেখ।

ব—ওগো ঐ খেনেই গোল লেগেছে, যে ছেলেটী জন্মেছে সেইটী কল্‌কি অবতার, না যে পাঁচ বছরের বালিকার পেট কোল্লে সে কল্‌কি অবতার।

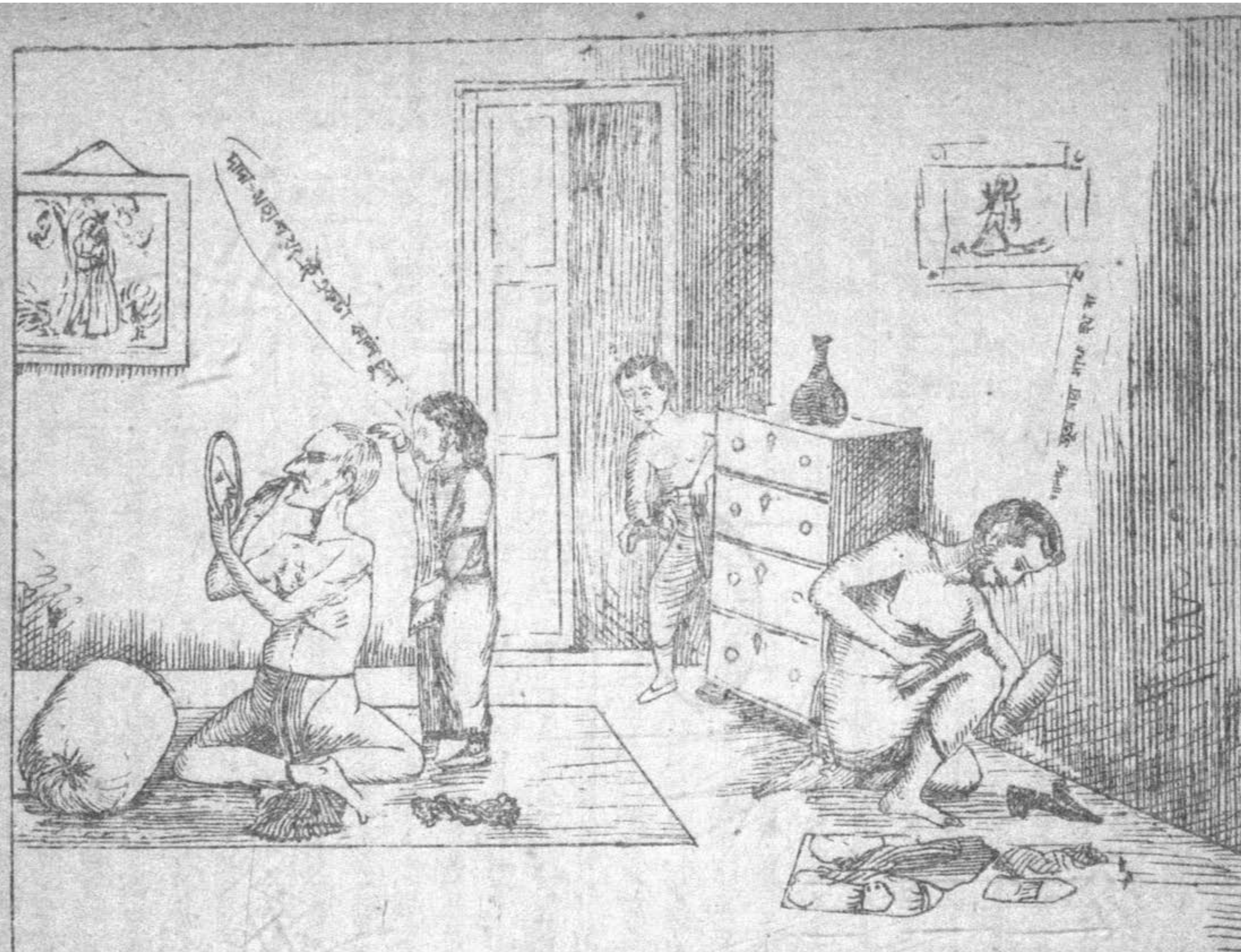
বা—এ সিদ্ধান্ত তোমাদের কাজ নহে, এ পুলিসে মীমাংসা করিলে ভাল হয়।

গত মাসের সংবাদাবলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

১ সেক্রেটরী আফক্টেট পাঁচটী সর্প মারা কল ভারতবর্ষে পাঠায়েছেন, শোনা গেল যে বেদেদের দুইচার আনা সাপ পিছু বাড়ায়ে দিলে অনেক খরচা হয় বলেই এইরূপে ব্যয় কমান হয়েছে।

২ আলিপুর মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ব্রাডলি সাহেব সাক্ষ দিবার সময় বলেছেন "আমি আমার জীবনে কখন কাহাকে আঘাত করি নাই একজন নেটিভ কেও নয়।" তৎশ্রবণে দেশীয় সম্পাদকগণ বড় আন্দোলন করেন, কিন্তু তাঁহারা গূঢ়তত্ত্ব জানেন না। আমার বাসন্তিকা জাতিস্মরা বলেই জানতে পেরেছেন যে উক্ত সাহেব পুর্ব্ব জন্মে মনু ছিলেন এবং এক্ষণের বাঙ্গালীদের শূদ্র ভেবে তাদের মারা বেরাল মারার মত জ্ঞান করেন।

৩। পাঁচেটের রাজাকে কর্ণেল রৌলাট বল্লেন যে তিনি তাঁহার অধিকারস্থ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাদিগকে অর্থ দানে সাহায্য করুন। কিন্তু রাজা তাহার উত্তর দেন যে "তালপুকুরে তাল আছে; সকল জল শুখায়ে গেছে" বচনও যেরূপ তাঁরও রাজা পদ সেই রূপ হয়েছে। ঋণপঙ্কে গলা পর্য্যন্ত ডুবেছে সুতরাং আর একটু অগ্রসর হয়ে প্রজার সাহায্য কর্ত্তে হয়, কিন্তু তাহলে মাতা ছাপয়ে উঠলে তুলবে কে, এই ভয়ে তিনি সাহায্য করিতে অক্ষম। সাহেব নবাবি আমলের হাকিমের ঘাড়ে চড়েন সুতরাং "হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরেনা" নিয়ম অতিক্রম করে "—গরু, টেনেদো" মত অনুসারে বল্লেন আলবৎ করেগা। কিন্তু দুহিলে হবে কি দুগ্ধ কোথা? শেষে কুপিত হয়ে বললেন "ও রাজা বড়া বজ্জাৎ উস্‌কোবাহার করণা জরুর" এই বলে কমিসনরের কাছে রিপোর্ট দিলেন যে ঐ রাজার উপাধি ও দাওয়ানি আদালতে অনুপস্থিত হইবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়। কমিসনর মাশাতো ভায়ের মতের পোষকতা কোরে বেঙ্গল গবর্মেণ্টে রিপোর্ট পাঠালেন। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট সদাশিবের দল, যত উড়ুট্টে বরদিবার সর্দ্দার—



বৃদ্ধ বালক ও যুবা

ষষ্ঠিবাটার লজ্জা

চোকবুজে বলে ফেললেন "তথাস্তু"। এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে রাজাহবার আশায় দশহাজার, পাঁচ হাজার সই কারকেরা মাতায় হাতদে কাঁদতে লেগেছেন। কি সর্ব্বনাশ সর্ব্বস্ব দিয়ে পাওয়া রাজা উপাধি এতদিনের পর ছোট ছেলেদের আড়ি ভাবের মত হইল! এ যে "নলিনী দলগত জলবৎ তরলং" অপেক্ষাও অস্থির হলো!

৪—তেতুলে গ্রামে একটী গরুর পেটে শূকরাকৃতি বৎস হওয়াতে তত্রত্য সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন ও কোন কারণ নির্দ্দেশকর্ত্তে পারেন নি। আমার বাসন্তিকা বললেন যে যবন অত্যাচার হইতে গোরূপা পৃথ্বীর উদ্ধারের জন্য পুনর্ব্বার বরাহ অবতার হইয়াছিলেন কিন্তু অযোধ্যায় চামারের গৃহে কল্কীদেবের উদয় সংবাদ পাইয়া অন্তর্দ্ধান হয়েছেন।

৫—একটী প্রাচীন গোময় স্তূপ খনন করাতে একটী সজীব বৎস বাহির হইয়াছে বলিয়া ইংলিসম্যানের জনৈক সাহেব পাঠক ব্যস্ত হয়ে ভাই ব্রাদার গণকে বলিতেছেন যে এবার থেকে পৃজার্ভ মিট গোবোরদে করা উচিত। তাহা হইলে সতেজ থাকিবে ও পোকা পড়িবে না।

৬—চট্টগ্রামের একটী বাদামগাছের পাতার অগ্রভাগ দিয়া টোসা টোসা জল অনবরত পড়িতেছে। তদ্দর্শনে অনেকে বলিতেছেন যে হাবাতে ছোঁড়ারা ঐ গাছের উপর থেকে কাকশাবক পেড়ে নেয়াতে গাছ কাঁদছে। কিন্তু ফেমিনের বিপক্ষ দলে বল্‌ছেন যে ফেমিনের বহু আন্দোলন কারীদের জ্ঞান দিবার জন্য গাছটী জলঢেলে বলছে "টাকার শোকে কাতরা ভারত-মাতার মুখে জল দাও।"

ষষ্ঠীবাঁটার সজ্জা।

ষষ্ঠীবাঁটা পরবটা মাগমুখো বাঙ্গালীদের বড় প্রিয়। প্রাতঃকালে বাড়ি বাড়ি জামাইগণের সাজ সুরু হলো। অল্পবয়সের ছেলেগুলর আর কোন রসবোধ নাই, শশুরবাড়ীর গাড়ি আস্‌তে তাড়াতাড়ি বড় ভাইয়ের এসেন্স চুরি কোরে রুমালে মেখে বেরোলো, মধ্যপিত অবস্থার যুবাগণ সাবান দে গাধুয়ে আলবাট ফ্যাসানের চুলফিরায়ে যুতা বুরুস কর্ত্তে বস্‌লেন—যেন শশুরবাড়ীতে বাবু নামটা থাকে। বুড়ো তেজ পক্ষের সংসার গ্রাহী রূপটান মাথা সাঙ্গ কোরে "অসারং খলু সংসারং সারং শশুর মন্দিরং" বলে আর্শি নে পাকাচুল তুলতে বস্‌লেন ও ৬ বছরের নাতনিটী কাছে এসে বুঝতে না পেরে "একটী কালচুল" দেখায়ে ফেল্‌লে; এমন সময় যমরাজের বাড়ী থেকে আমার মহীষের গাড়ী এল।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৹ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

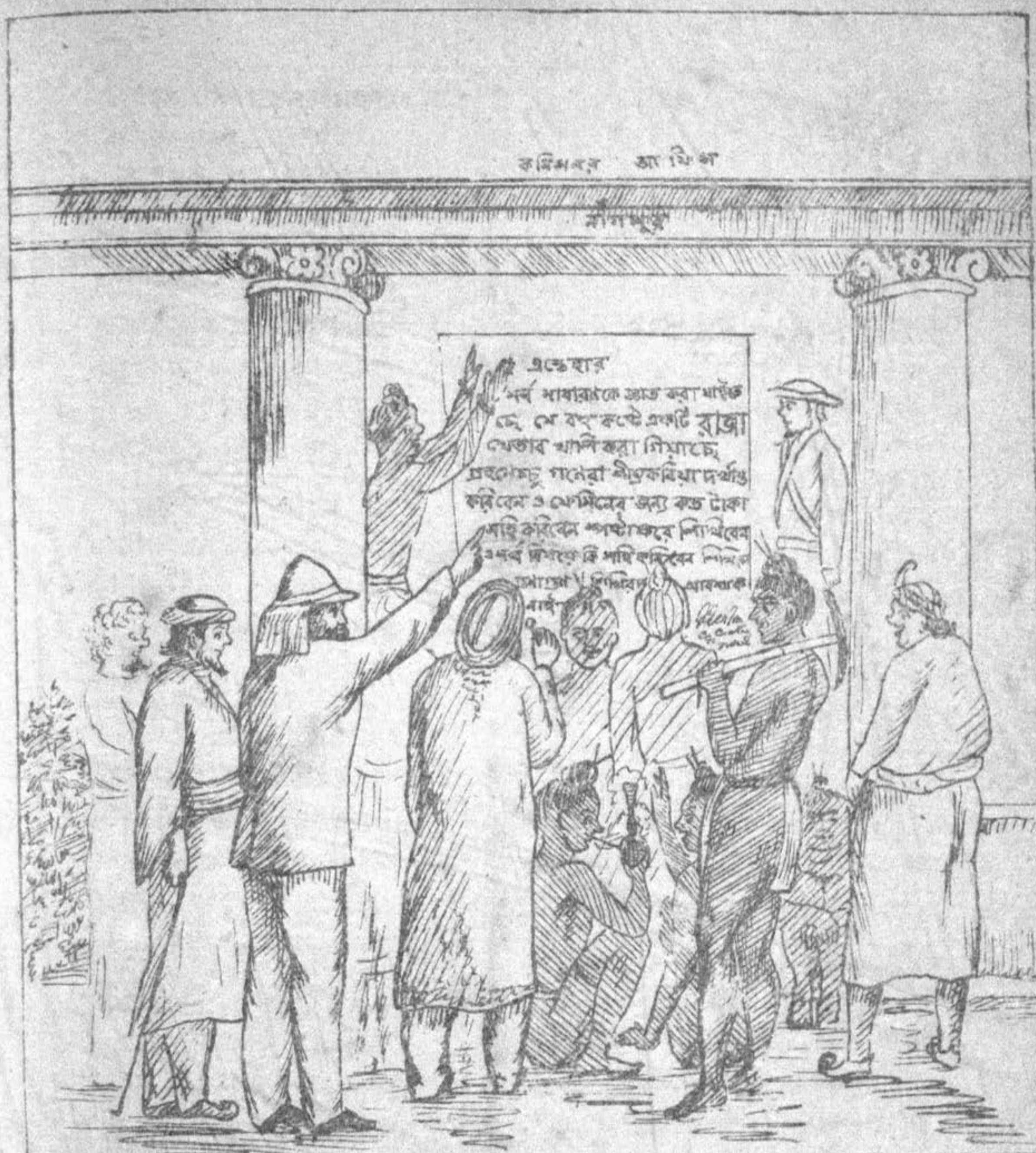
৪। বসন্তক সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৶০ গৃহীত হয়।

বসন্তকের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মুক্তগাছা ৩৶০
" " অমৃতলাল পাল, সাতক্ষিরা পবলিক লাইব্রেরি ... ৩৶০
" " যদুনাথ ঘোষ নাগাছিল ৮৶০
" " কালীধন ভট্টাচার্য্য, মহিদিপুর ৷/০
" " রামজয় বাকচী বোয়ালিয়া ৩।৵০
" " হরিবিলাস আগরওয়ালা তেজপুর ১
" " পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেমারী ... .. ৩।৵০
" " কুমার কেদারনারায়ণ রায় ভালুকঘাটি ... ... ৩।৵০
" " মেনেজার চন্দননগর পুস্তকালয় চন্দন নগর ... ... ৩।৵০
" " বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র বসু, ঘুসিয়ারি ৩,
" " কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ অঙ্গীপুর ৩।৵০
" " বিহারীলাল ঘোষাল সাতগেছিয়া ১৷৶০
" " কীর্ত্তিকান্ত বড়ুয়া নওগাঁ ১৷১
" " ঘনানন্দচন্দ্র গোস্বামী নওগাঁ ৩।৵০
" " শ্রীনাথ চৌধুরী পাবনা হরিপুর ২৷/০
" " নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আমীরপুর ১৷০
" " রুদ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় দার্জিলিং ... . ৩।৵০
রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর দিগাপতিয়া ৫
" " বাবু দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পারলিয়া ৮১০
" " দিগম্বর চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি ।০
" " কাজকুমার মুখোপাধ্যায় জমীদার, মজঃফরপুর .. ৩৶১
" " চন্দ্রমোহন দাস, সরবরী ৷১০
" " নবচন্দ্র সেন, চট্টগ্রাম ... ১৷৶০
" " গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ভাতিবন্দ ... ... ৩।৵০
" " জগচ্চন্দ্র গুহ উকীল ঢাকা ৩।৵০
" " কৈলাসচন্দ্র দে, জামালপুর ৩।৵০
" " গৌরমোহন রায়, মেদনীপুর ৩।১০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।


কমিসনর আফিস
এস্তেহার
সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইত
ছে যে বংকষ্টে একটি রাজা
খেতাব খালি করা গিয়াছে
প্রত্যেকচু গাদেরা শীঘ্রকরিয়া দর্খাস্ত
করিবেন ও যেমিনের জন্য কত টাকা
সহি করিবেন স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন

এস্তেহার।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

ষষ্ঠ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্য মহাশয়দের জয় হউক! অদ্য আপনাদের কি রূপে উপস্থাপনা করিব তাই ভাবৃচি। যদি পূর্ব্বকালের নট নটীদের মত সস্ত্রীক আস্‌তে পাত্তেম তা হলে "প্রিয়ে এই বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ পরিষদ তুষ্টার্থ যত্নবতী হও" বলে নিশ্চিন্ত হতে পাত্তেম, কিন্তু সে পথে আমার পা দেবার যো নাই। যেরূপ অর্দ্ধ পরিশুষ্ক পঙ্কের উপর দিয়া মৃগ, কৃষ্ণসারাদি অল্পভার পশু অনায়াসেই যায় কিন্তু প্রকাণ্ড সুণ্ডধর গজবরের প্রচণ্ড পদ তার উপর যে দেয়া অমনি ভড়ভড়িয়ে বসা। সেই রূপ গিরিচরনাগবৎ প্রাণসার প্রাপ্ত উন্নত মহাশয়েরা সর্ব্ব-[illegible] অনায়াসেই সস্ত্রীক গমন করেন কোন আপদ ঘটে না, আর আমার ন্যায় তেজপক্ষের সংসার গ্রাহী দোহারা ছোক্‌রারা মাগ্‌নে বেরতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। এই ভয়েই আমি আমার সর্ব্বস্বধন বাসন্তিকাকে আনতে পারি না। খোঁড়ার পাতে আর খানাতে, লৌহ ও অয়স্কান্তের সম্বন্ধ আছে! যাহউক আমার প্রিয়ার ঘাড় দে কাজ চালাবার যোনাই, যে সূত্রেই হউক আপনাদের কাছে এসে নিত্য নূতন তামাসা দেখাতেই হবে। প্রবাদ আছে যে কোন এক প্রসিদ্ধ ভাঁড় এক দিন কোন নূতন রহস্য উদ্ভাবন করিতে না পেরে নিজ প্রভুর সভায় এক ঝাঁকামুটেবাহনে উপস্থিত হয়েন ও তাঁহার প্রভু বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করেন "আজকের এই নূতন!" আমাকেও অদ্য সেইরূপ পথ নিতে হয়েছে; আর কিছু না থাকাতে গত কল্য ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যে ঝগড়া

হয়েছিল তাই আপনাদিগের কাছে বলি।

সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুর্য্যের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ শুনে আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মাল এবং ভাবলেম "দূরকর এদেশে আর বাস করায় ভদ্রস্থ নাই—এ অরাজকের বাবা অতএব ব্রাহ্মণীকে নে প্রস্থান করি" এই ঠাউরে ক্ষোভভরে দৌড়ে ঘরেগে বল্লেম—

বলি ও ব্রাহ্মণি, ব্রাহ্মণি, বলি কোথা গ্যালে—শিগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে এস—প্রাণটা বেরোয় যে।

বাস—(আসিয়া) কেন নাথ কি হয়েছে, এমন কচ্চো কেন, এই জল লও।

আমি—জল খাচ্চি, তুমি এখন তল্‌পি তাল্‌পা বাঁধ, এদেশে আর থাকা হবেনা।

বাস—কেন কি হয়েছে?

আমি—আরে হয়েছে আমার মাতা আর মুণ্ডু, বাঁধ বাঁধ জিনিস পত্র বাঁধ।

বাস—কি হয়েছে বলই না।

আমি—আর বলবো ছাই কি? সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর রক্ষা নাই!

বাস—কি বলনা, তোমার রকম সকমে যে হাতপা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়! কি হয়েছে বলনা।

আমি—এদেশেও থাকতে আছে; আরে ঘোর অত্যাচার! এ রকম জুলুম মুসলমানী আমলেও হয়নি; তারাও বাঙ্গালীদের ভারি ভারি কার্য্যে দিতো, এমন কি স্থানে স্থানে শাসনের ভার দেওয়ারও প্রমাণ আছে! একি অত্যাচার, রাম রাম, ভুভারতে এরূপ কেউ কাণেও শোনেনি, কি সর্ব্বনাশ! চল ব্রাহ্মণি এখান থেকে না পালালে আর রক্ষা নাই।

বাস—কি হয়েচেই বল না; কি অত্যাচার, কে কোরেচে?

আমি—কোর্‌বে আর কে যে কোরেই থাকে; গবর্ম্মেণ্ট গবর্ম্মেণ্ট।

বাস—গবর্ম্মেণ্ট কি এত অত্যাচার কোল্লেন?

আমি—কিছুই জাননা! আর বলবো কি!

বাস—আমি জানলে আর জিজ্ঞাসা করবো কেন যে কি অত্যাচার?

আমি—কি অত্যাচার দেখ দেখি! বেচারা সাত সমুদ্র ত্যারো নদী পারে গিয়ে কত কষ্টে পরীক্ষা দিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে এল না তার জন্মেরমত দফা খেয়ে দিলে; আবার রাক্ষসীর মায়া প্রকাশ করে গোড়া কেটে আগায় জল দিলে—কেন বাবু বল্‌লিইতো হয় যে তোদের হতে দেবোনা, এমন কোরে বাঁড়দাগা কর্‌বার দরকার কি ছিল? কি জুলুম!

বাস—আঃ ঐ আপনার কথাই



তাড়াতাড়ী নাচিয়া ও চুমী তুলে অবশেষে শিশু গৌরকুমার চুপ করিয়া বসিয়া চুষিতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ পোলি সাহেব তদ্দর্শনে হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলি বদনে ঢুকাইয়া দিলেন। গৌরকুমার বসিয়া বসিয়া চুষিতে লাগিলেন।



উদয়পুরের মহারাণা গৌরকুমারকে তাঁহার অগ্রে আসন দেওয়াতে কেদারায় বসিতে অস্বীকার করিলেন। রেসিডেন্ট সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই বসাইতে পারিলেন না।



সকলে মিলিয়া সুর আঁচিয়া লইতেছেন।



সর সালারজঙ্গ সহ করমর্দ্দন করাতে রাজারা ভাবাইতেছেন।

চোদ্দোবুড়ি কি খুলেই বলনা, জুলম জুলম বলে হাঁপাও কেন ?

আমি—আরে এই সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুর্য্যের কথা, দেখ দেখি কি অত্যাচার ! বেচারা জাত কুল ছেড়ে বিলেতেগে পরীক্ষা দিলে তাতে তার প্রশংসা না কোরে গোড়া থেকে কাকের পোঁদে ফিঙ্গে লাগার মত লেগে গেল। বল্লে কি যে তার বয়স অধিক হয়েছে ! যাহোক্ অনেক কষ্টে যদি সে যাত্রা উদ্ধার পেলে.তো আবার একটা মিছে ফ্যাচাং তুলে তাকে পদচ্যুত কল্লে।

বাস—তোমরা সকল কথাতেই হো হো করে বেড়াও সেটা বড় ভাল নয়—কথাটা পড়লেই আগে তলিয়ে বুঝতে হয় তার পর যা কিছু বলবার তা বলতে হয়।

আমি—ন্যাও, এর কি আর বুঝতে হয়—এ যে দিনে ডাকাতির মত কাণে ধোরে বুঝায়ে দেয়।

বাস—বুঝেছটা কি তা বল দেখি।

আমি—বেস এযে সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার মাগ জিজ্ঞাসা করা হলো ! তবে যা বুঝেছি তা ফের বলি শুন। এই সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্র নাথ বাঁড়ুর্য্যে যে সিবিলিয়ান হয়েছিল তাকে বিনা অপরাধে ঘাড় ধাক্কা দে বার-করে দেছে।

বাস—তুমি জাননা কেবল হুজুক শুনে নেচেবেড়াও বইতো নয়, সুরেন্দ্র বাঁড়ুর্য্যে কাজে অনেক গলৎ কোরেছেনও সেই সব ঢাকবার জন্য প্রধান পক্ষের নিকট প্রবঞ্চনা বাক্য কহিয়াছেন।

আমি—হাঁ তোমার য্যামোন কথা কতক গুলো বাঙ্গালীর মন্দকারী সাহেব মুটে যা বোলচ্চে তুমিও তাই বিশ্বাস কচ্চো। কোথা গলৎ, কোথা প্রবঞ্চনা ? সর্ব্বৈব মিথ্যা, যা কিছু হয়েছিল তা সাহেবরা রোজ করেন, তবে নরম মাটীর কাছেই বেরালে এগোও, গরিব বাঙ্গালী বলেই সব দোষ হয়ে পড়লো—সাহেব হলে কিছুই হতোনা বরং মাহিনা বাড়ায়ে পদান্তরে নিযুক্ত হতো। বাঙ্গালীর উন্নতি দেখলে যে বাঁদর মুখো বেরাল চোকো গুলোর চোক টাটায় তারাই হো হো করে বলুলে এমন কেউ করেনি, কোরবে না, ফাঁসির লায়েক।

বাস—ঐতো বুঝবে না আর অনর্থক বক্‌বে। এতেইতো এদেশের ভাল হয় না।

আমি—কি বুঝাবে বুঝাও দেখি।

বাস—হাঁ আগে একটী গল্প বলি তার পর বোঝাবো—

আমি—বেস্! আমার রাগে আপাদ মস্তক জ্বলে যাচ্চে আর উনি বল্লেন একটা গল্প বলি ! তার কি আর সময় নাই ?

বাস—সে গল্পটী না বল্‌লে তুমি বুঝবে না তাই বল্‌চি।

আমি—তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, তা বল।

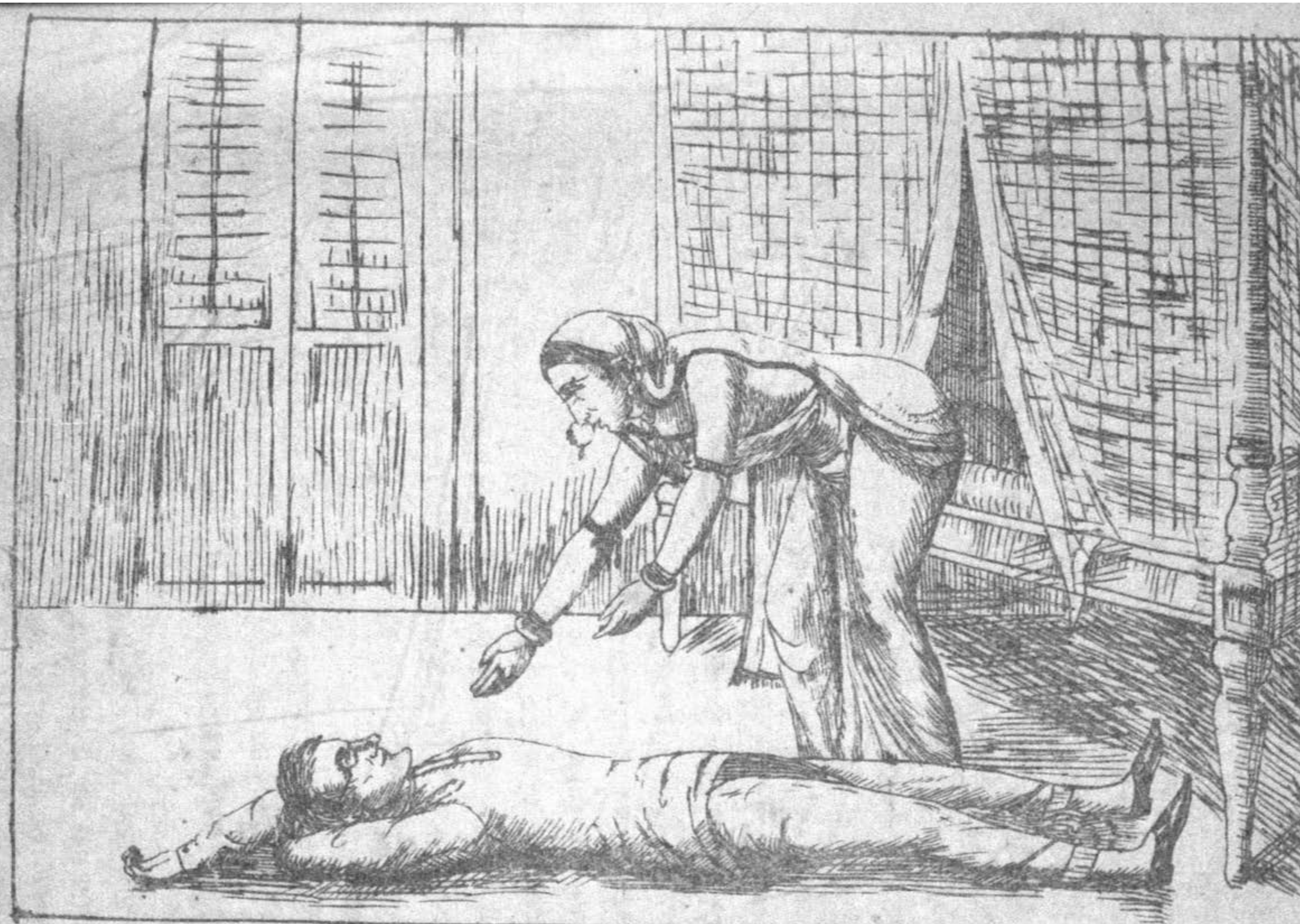
বাস—একজন তাঁতি তার ভায়ের সঙ্গে বিদ্যার লড়াই কত্তে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "বল দেখি ষোলকড়ায় কগণ্ডা ককড়া" তাতে তার ভাই "চারগণ্ডা" বলাতে সে বল্লে "হুরগাধা তোর কিছু হবেনা; সাড়ে পাঁচগণ্ডা"। এই দুই ভায়ে মাত্রামাত্রী লেগে গেল ও শেষে এই বাজি রাখা হলো যে উহাদের মধ্যে যে বুঝায়ে আপনার কথা ঠিক কত্তে পার্ব্বে সেই দুজনের সর্ব্বস্ব লবে। এখন ৫॥ গণ্ডা যে বলেছিল তার স্ত্রী এই বাজির কথা শুন্‌তে পেয়ে স্বামীকে আড়ালে ডেকে বললে "কি কর সর্ব্ব নাশ হবে যে, ১৬ কড়ায় কি ৫॥ গণ্ডা হয় এখনি বুঝায়ে দিয়ে সবনেবে." এর উত্তরে ৫॥ গণ্ডার সপক্ষ ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিল "হুরহাবি আমি না বুঝলে তো কেউ সর্ব্বস্ব নিতে পারবে না" তা তুমি সেরূপতো করবে না?

আমি—হাঁ তুমি কি আমাকে এমনিই অব্যাচিন পেলে! আমি কি হাবা তাঁতি, না পাগল?

বাস—না তাকেন হবে ও দুয়ের অপেক্ষা তুমি অনেক উচ্চ—এখন কাজের কথা বলি শুন।

আমি (আমার রাগে পেট কামারের জাঁতার মত তাওয়াচ্ছিল রইতে না পেরে বললুম) বল, পান স্থপারি হাতে কোরে বসেছি।

বাস—(ফিক্ করে একটু হেঁসে) দেখ আমাদের দেশের লোকদের যে ভাল হয় তা ইংরাজদের প্রধান পক্ষের ইচ্ছে কিন্তু সে ইচ্ছায় কোন ফল হয় না। এদেশে যে কতকগুলো অর্থাভাবে দুরাচার দেশ ত্যাগী আসিয়াছে তাহারাই ভারতের অনিষ্ট করিতে যত্নবান্, এমন কি মারণ উচাটন বশীকরণ গালে ভরণ প্রভৃতি যে কোন উপায়ে হউক ভারতীয়গণের সর্ব্বস্ব তাহারা হরণ করিতে ইচ্ছুক। তাহারাই ভারতীয়দিগের অনিষ্ট চেষ্টায় আছে ও নিয়ত তাহা প্রচুর পরিমাণে কচ্ছে (ফিক্ করে হাসিই আমার রাগের গলায় ফাঁসিদেছেল তাতে আবার এই সকল কথা শুনে গলে পড়তে লাগলেম) এ সকল দেখেও ভারতীয়গণ সতর্ক নহে, ইহারা মনে করে না যে সাবধান হওয়া উচিত। যে ভারতীয়গণ উচ্চপদ পান তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ঐ পদ কেবল তাঁহাদের মান্যের নহে, সমস্ত ভারতের; এবং তাঁহাদের অনিষ্টে ভারতের অনিষ্ট হয় ও সেই অনিষ্টের পাতক ভোগী তাঁহারা। উচ্চপদে অধিবেশন করিলে বিশেষ সতর্কতার



স্ত্রী—নাথ শুঁয়েযে? নশিরাম—শুঁই কি? জননী মাতৃভূমির ক্রোড়।
—প্রবন্ধে দেখ।

সহিত আত্ম ও দেশীয় মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুরেন্দ্রনাথ যখনি সিবিলিয়ান হইয়াছেন তখনি তাঁর জানা উচিত ছিল যে অনেক ইংরাজের তিনি নেত্রশূল হইলেন; যখনি তাঁহার বয়স্ লইয়া গোলযোগ করে তখনি তাঁহার জানা উচিত ছিল যে অনেক ইংরাজের বুকে বাঁশ পড়িয়াছে তাহারা সহজে ছাড়িবে না। (এ গুণো বড় ভাল লাগছিল না অম্ল মধুর রকম) তথাপি দোষের কাজ কেন করিলেন? ভারতীয়গণের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলিয়া কেন দিলেন? শত্রুদল কেমন টিট্‌কারী দিচ্চে।

আমি—(আর রইতে না পেরে) কি আপদ্, দোষ আবার কল্লে কোথা? রকমেও কি বুঝলে না, এ দশ-চক্রে ভগবান্ ভূত হলো যে। যদি সত্যই দোষী হবেন তো রাজধানীতে মূল বিচার হলোনা কেন? তাহলে যে কুঁদের মুখে ব্যাঁক থাক্‌তো না, সব বেরিয়ে পড়তো। সর্ব্বৈব মিথ্যা!

বাস—তাহলে আমলারা তাঁর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন?

আমি—প্রাণের দায়ে! শেষে ম্যাও ধরেকে?

বাস—তবে দোষ দেশীয়গণের, আমলারা তো আর ইংরাজ নয়।

আমি—হাঁ তোমার সব উদ্‌ভুট্টে কথা, "ইল্লির হুম হুমনি বিল্লির ঘাড়ে" যাও আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারিনে, তোমার যা হয় কর আমি চল্লেম। এই বলেতো আমি আপনাদের কাছে এসেছি এখন আপনারা যা হয় বিচার করুন।

ঘোরোবাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আগের সংখ্যার লাগাড়।

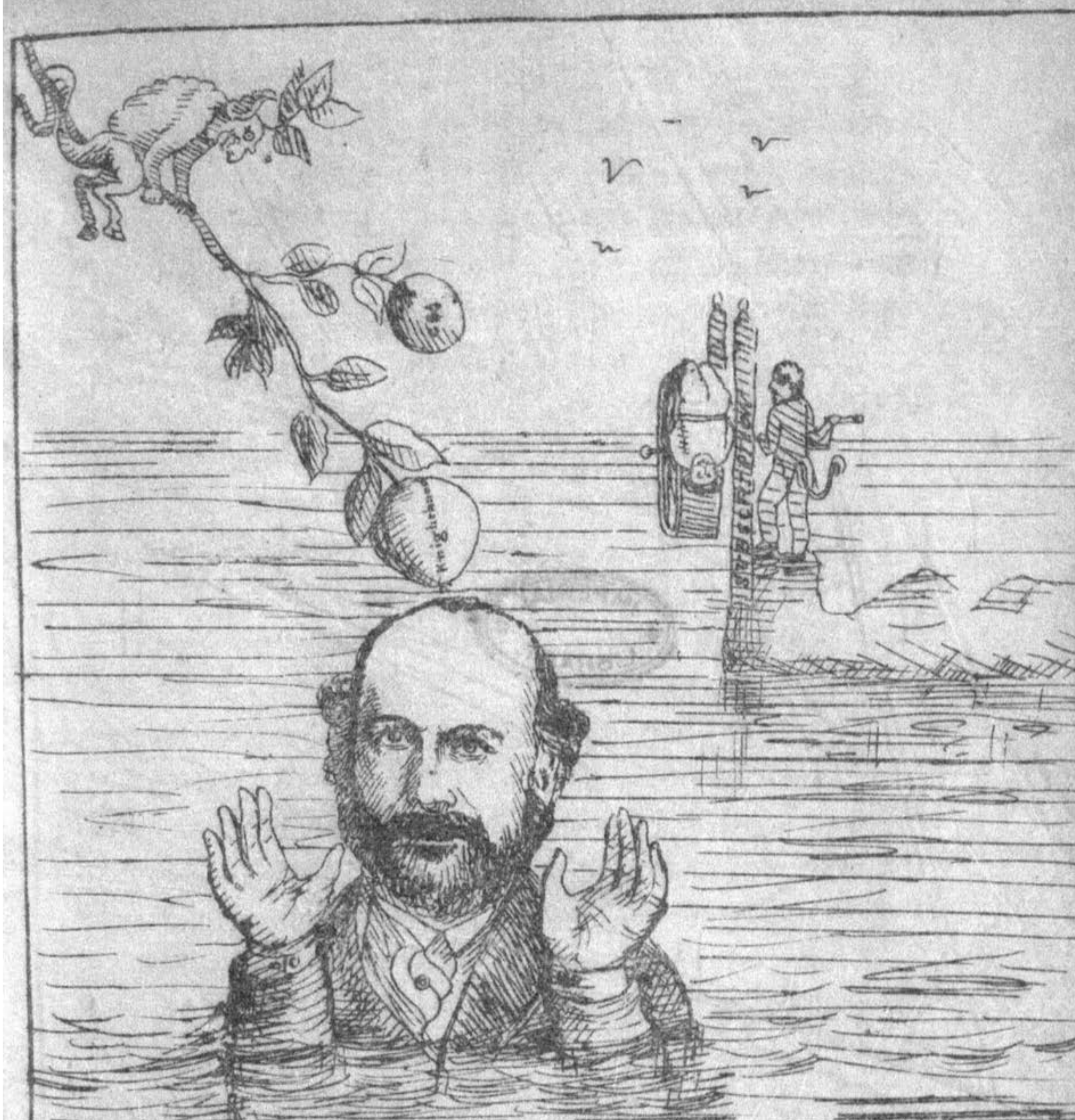
কীঁ ঈচ্ করে শব্দ করে লৌহ ঘোটক ক্রমে বেগ সম্বরণ কোরে একটী ষ্টেসনের কাছে গে দাঁড়াল ও পেয়াদা সাহেব বারকত হুগলি হুগলি বলে চীৎকার করলেন। কামিনি-প্রিয় পাতসাবরের মনে হলো যে আরবার কিছু দেখতে পারেন নাই, অমনি ইতিবৃত্ত গ্রন্থ খানি খুলে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এবার দেখেন লেখা এক গঙ্গা, জমীদারদের খাজনা চালানির চালান অপেক্ষাও অধিক, কি করেন "ইত্যাদি নমোনমঃ" বলে সংপেক্ষ চণ্ডী পাঠকারীদের মত সংক্ষেপ সংগ্রহ কর্ত্তে লাগলেন। আমরা সেই সংক্ষেপের আবার সংক্ষেপ অর্থাৎ সারের সার ইতিবৃত্ত টুকুই এস্থলে দিতেছি। হুগলি গুগলি খোর পোর্ত্তুগিসদিগের দ্বারা ১৫৩৭ ইং সাং স্থাপিত হয় এবং তাহাদের মিসনরীরাই ছেলে ধরা বুড়ি সেজে ছোট ছোট ছেলে ধরে এনে ও কিনেনে খ্রীষ্টান কোরে দেশে দেশে বেচে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের

মাহাত্ম্য প্রচার কত্তো। মেগের ভেড়া সাজিহান দায়ে পড়ে হুগলিস্থ পর্তুগিস গবর্ণরের সাহায্য চান এবং তা না পেয়ে মনের আক্রোশে "এসা দিন নহিরহেগা" বলে তখন চুপ কোরে থাকেন ও পরে হুগলি আক্রমণও হস্তগত করে তথায় বাঙ্গালার বন্দর স্থাপন করেন ও সাত গাঁর গোর দেন। এই অবধি হুগলিতে এক এক জন ফৌজদার থাকা সুরু হয়; মানিকচাঁদ এস্থানের ফৌজদার ছিলেন। হুগলির যদিও এখন আর সে জল্ জলাট্ নাই তথাপি "এবে বুড়া তবু-তার গুড়া আছে শেষে" বাক্যের নজীর স্বরূপ এখনো এটী একটী উত্তম নগর, কোটায় কোটায় ধুল পরিমাণ। এ নগরের মধ্যে এমাম বাড়ী নামে একটী প্রসিদ্ধ মসিদ আছে তাহা অতি সুসজ্জিত ও সুরচিত আর তার অভ্যন্তরে যাবার সময় ভিরতস্থ তালবেলেমদের মুখ নিশ্রুত যে পেজ-রশুনের গন্ধ পাওয়া যায় তাতে অনেক গ্রেটিস্টারণ-হোটেল-প্রিয়-বাবুর মাথা ঘুরে পড়ে। হুগলি বাঙ্গালীদের চিরস্মর-ণীয়; এই স্থানেই হলহেড ও উইলকিনস সাহেব প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং প্রথমোক্ত সাহেবের পত্নী বালিকা-বাঙ্গ-লাকে, কুড়িয়ে পেয়ে স্তন দানে বাঁচান ও তাঁহার পতি সেই পোষ্য কন্যাকে সাজাবার জন্য একখানি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তখন বাঙ্গালার এ ফুট ফুটে চেহারা ছিলনা; চোকে পিঁচুটি ও নাকে পোঁটা ভরা ছিল; মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বেশরচকগণ তখন জন্মান নাই। হুগলির আড় পারে কাঞ্চন পল্লি স্থানটী বঙ্গবাসীদিগের মনে রাখা উচিত। এই স্থানই আমাদের দলের চূড়ামণি ও "গোকুলে গোপাল খান ননি ছানা খির। খানকি মেরির পুত্র খান পনির॥" লেখক ৺ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জন্ম স্থান; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গুপ্তবরের আত্ম বন্ধুগণ তাঁকে গুপ্ত করেই রাখলেন। রথ মন্দে মন্দে চললো; পাতসাবর তবু ইতিবৃত্ত ছাড়লেন না, ক্রমে মাইল কতক গিয়ে একটী সাঁকোর উপর গাড়ি উটলে সকলে বলে উঠ্লো "এ সাত গাঁর পোল" পাতসাবর অমনি দেখেন লেখা আছে যে সপ্ত গ্রামের সম্মুখস্থ সরস্বতী নদীতে পূর্ব্বে বড় বড় বাণিজ্য পোত সকল ভাসিত ও ঐ নগর বাঙ্গলার বন্দর ছিল। গঙ্গাও উহার নিকট দে আন্দুলের নিকট হইয়া এখনকার টালির নালাদে বহিতেন। প্রবাদ আছে যে কলিকাতার মল্লিক বংশ সপ্ত গ্রামের, কিন্তু সে প্রবাদ সত্য নহে, কেননা "সাত গেঁয়ের কাছে মামদো বাজি?" বচন থাকতেও এঁদের কাছে তিলক ধরা কাচা খোলা মামদো-গুনোর এত প্রভুত্ব তাহলে থাক্তো না। গাড়ি চলেবার কিন্তু ইতিবৃত্ত আর ফুরোয় না, হুগলির আস পাসের বিষয়ও



রাজ ভক্তি.

Process of Loyalty,



"TANTALUS."

Poor fellow, how we wish he will get it.

আশা মরিচিকা—

এর সঙ্গে একত্রে লেখা, কি করেন পাতসাকে সবি দেখ্‌তে হলো—মহাতীর্থ ত্রিবেণীর কথাও লেখা রয়েছে; এখন ত্রিবেণী দু রকম হয়, মুক্তবেণী ও যুক্তবেণী তা এ ত্রিবেণী কি? পাতসা তাই ভাবতে লাগলেন ও অনেক চিন্তা কোরে স্থির কোল্লেন এটাকে যুক্তবেণীই বলা যায়, যেহেতু হেতায় এককালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়েছিলেন বোলে আজো হেতাকার বামুন গুলো চৌপাটী ফেঁদে বোসে "গোবধে ছপোন কড়ির" ব্যবস্থা দেয় ও লস্যের ডিবা ট্যাকে গুজে বিচার কোত্তে বোসে টিকি ধোরে টানা টানি করে। অতএব এত চুলোচুলির স্থান মুক্তবেণী হবে কেমন কোরে? কি আশ্চর্য্য! মুক্তি স্থান কি শনি মঙ্গলবারের মড়া, যে দোসোর ভিন্ন থাকে না? ত্রিবেণী হিন্দুদিগের বড় পবিত্র স্থল এ স্থানের সঙ্গম সলিলে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। এর অনতিদূরেই ডুমুর দহ যে খানে চোর চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ বাবু পান্থ সকলকে আহ্বান করত দুপুর রাত্রে অতিথি সৎকার করিয়ে মুক্তিপথের পান্থ করিতেন।

হুগলির ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ঢের তাহা আর পাতসার সংগ্রহ করা হলো না যে হেতু এই পড়তে পড়তেই গাড়িগে মগরায় খাড়া হলো ও নররাজের স্মরণ হলো যে এস্থানটা বড় প্রাচীন, এই খানেতেই শ্রীমন্ত সদাগর ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগে পড়েন ও এই স্থানের রেল গাড়ির জন্য যে একটী ক্ষুদ্র মজা নদীর উপর দে লৌহপোল আছে সে নদীটী যে সে নয়; এইটীদেই বন্যের আকর দামোদর গঙ্গায় পড়তেন, কলিকাতা বাসীরা গৃহাদি নির্ম্মাণে এই মগরার বালি ব্যবহার করে ও নোড়ার বাবা ঐ বালিতে আমাদের তন্ত্র খানি স্থাপনার্থ একটী বেদিকোরেছিলেন, কিন্তু তন্ত্র খানির অবর্ত্তমানে কয়েক জন গোস্বামীতে পড়ে সেবেদী দখলকোরে লন। এই মনে হতে হতেই গাড়ি হুড় হুড়িয়ে বেরলো ও অনতি বিলম্বে খান্যানে গে গাড়ি দাঁড়ালো; কিন্তু মগরার বালির করকরানিতে পাতসাবর চোক না চাইতে পেরে ইতিবৃত্ত কিছুই পড়তে পারিলেন না, গাড়িয়ো হুড় মুড়িয়ে বেরোলো, কিন্তু কি হয় পাতসাবর "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের" মত চোকের জ্বালায় ব্যস্ত হলেন ও সমভিব্যাহারীগণও কেউ হা, কেউ ফুঁ, কেউ গোলাপ দিতে ব্যস্ত হলো। কাজেই বৃত্তান্ত-সূত্র আজকের মত এই খানেই ছিন্ন করিতে হলো।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

পূর্ব্বে সমালোচনা করাটা বড় ঠক্‌ঠকীর ব্যাপার ছিল কিন্তু আধুনিক দুই

চারজন বেঁড়ে চোমরা হয়ে সেটা অনেক সহজ করে ফেলেছেন। তাঁরা যে নিয়ম করেছেন তাহাতে বহু পাঠে ও বহু চিন্তায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলার দরকার হয় না; কিছু গায়েযোর ও এক যোড়া মুগুরের গণ্ডাদশ পয়সার মাত্র আবশ্যক। এই নূতন নিয়মানুসারেই আমি ভাল দেখে একযোড়া মুগুর নে বাগ্‌য়েছিলেম যে গ্রন্থ একখানি পেলেই লেখকের রগঠেসে ওসারে দেব, কিন্তু "মৃদঙ্গ-মঞ্জরী" খানি পেয়ে সে মুগুর ফেলতে হয়েছে, যেহেতু ব্রগবরাবর মুদ্গরালোচনা কল্লে ব্রহ্মহত্যা হবে আর দেশটার অনেক অনিষ্ট ঘটবে। লোকের বড় আহ্লাদ হলে দেহে বল থাকে না যে বলে তা সত্য, নইলে যেমন এই গ্রন্থখানি পেয়েছি অমনি হাতথেকে মুগুর খসলো কেন? পাঠকগণকে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি যে "মৃদঙ্গ মঞ্জরী" দেখে আমার শরীর আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। যাহোক ভদ্র সন্তানগণকে আর অনন্তশায়ী ভগবান্ জ্ঞানে টোঙ্গোর গুলার পদসেবা কত্তে হবে না; সঙ্গীতের সঙ্গে আর মদ গাঁজা "রাধা শ্যাম" নামের মত যোড়াগাঁথা থাকবে না; আর খাঁ সাহেবের দমে পড়ে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের আউ আউ আউ করে ধুর্‌পদিধরণে "বেগুণওয়ালী বোলেতো বোলায় লিয়ো" গাইতে হবেনা। সঙ্গীত বিদ্যাটী যে ভাল তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু এর আগে পিতা মাতাগণ ছেলের সংগীত-প্রিয়তার কথা শুনলে বিগড়েছে ভেবে ছেলেকে খরচ লিখতেন; এক্ষণে সেটা আর হবে না, উলুটে ছেলে পুলেকে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন ও তাহারা লেখাপড়া শিখে অজবুগের মত গরু না হয়ে মনুষ্যত্ব পাবে। গ্রন্থকার মহোদয়কে অনেকে রাজা বলতে নিষেধ করেন কিন্তু আমার বাসন্তিকা আমাকে বোলে দেছেন যে তাঁহাকে আমি যেন রাজা ভিন্ন আর কিছু বলিনা। বাসন্তিকা বলেন যে রাজা যতীন্দ্রমোহন সরকার থেকে তাঁর রাজা উপাধি পেয়েছেন বলেই যে তিনি রাজা হয়েছেন তা নয়, তাঁর এরূপ কি কীর্ত্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি রাজাপদ প্রাপণের ও চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য? ৫০০ বৎসর পরে বঙ্গবাসীগণ ভ্রম ক্রমেও তাঁহাকে রাজমান্য দিবেনা—মান্য চুলোয় থাক, কেহ চিন্‌বেও না কেহ শুন্‌বেও না। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে যদিও এক্ষণে অনেকে ফিক্‌লু, চ্যাঙ্গড়া প্রভৃতি জ্ঞান করিতেছেন, ৫০০ বৎসর পরে তাঁদের সকলেরই মুখ বন্ধ হবে ও সভ্য বাঙ্গালীরা এখনকার ছোট রাজাকেই রাজা বলে মানবে; ও গোঁড়া সঙ্গীতানুরাগীরা এখন যেমন কানে হাতদে ওস্তাদদের নাম



বাজে সাত্ লাক্ সাত্ লাক্ ২
নেবো বাজার, কোরবো ব্যাপার, হবে সবে তাক্
মোদের বেরিং বেঁচে থাক্।



Buddha's Tooth.

বুদ্ধ অবতারের তো দন্ত দেখা হইল,
এক্ষণে একটি গল্প কর।

করেন, সেইরূপ তখন ভদ্রলোক মাত্রেই দেশ হিতকারী ও সঙ্গীতোদ্ধারক বলে ইহাঁর নাম নতমস্তকে উচ্চারণ করিবে। ইনি যদিও সরকারী রাজা খেতাব পাননাই তবু ইতিবৃত্ত লেখকেরা ইহাঁকে মহারাজ উপাধি দিতে বিলম্ব করিবেন না। যাহোক ছোট রাজা বড় ভাগ্যবান্ "কেচ খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ" না বের হোয়ে ইহাঁর কপালগুণে মাণিক উঠেছে, এখন রাখতে পারলে হয়। এ মাণিক লুকায়ে আপনার কোরে রাখতে গেলেই মহাজঞ্জাল ঘট্‌বে, তা হলেই ইতিবৃত্তে মাণিকের আলোক অপার মুখে পড়িয়া ইহাঁর মুখ মলিন করিবে। ইহা যত দেখাতে পারেন ততই মঙ্গল। এমাণিক যাবার নয় নির্ভয়ে সকলকে এর আলো পেতে দিন। আর যদি, আমিই কেবল বোনগাঁয়ে সিয়াল রাজা হয়ে থাকৃব, মোনেকোরে একচেটে কোত্তে যান তবেই মুস্কিল বাঁধবে; পুরাণ বৈদ্য প্রভৃতি সকল বিষয় গোপন করার জন্য যেরূপ নিন্দিত হইতেছেন সেই রূপ নিন্দা সাগরে ডুব্‌তে হবে। এখন গ্রন্থ খানার গুণাগুণের কিছু বলা দরকার হয়েছে, না হলে লোকে মোনে করবে যে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্টি নাই। গ্রন্থ খানির সকলই উত্তম কেবল দুই একটী বোলের বচনের দুই এক স্থানে আমাদের সন্দেহ হয়েছে। এই যে তাল, এটা মস্তজিনিস আর অনেক উচু থেকে পড়ে, এমন কি নিকটে থাক্‌লে (বিশেষতঃ যদি বাজিয়ের মুদ্রাদোষ থাকে) কখন কখন চোট্‌খেতে হয়। তালের পতনের শব্দ তুট, তাট, হতে পারেনা, ধুম্ ধাম করেই পড়ে। তবে যে দুই এক যায়গায় তেটের উপর তাল পড়েচে কেন বোঝা যায় না। পরি সমাপ্তিকালে আমরা পুনশ্চ স্পষ্ট করে বলচি যে পৃথিবী জলমগ্ন হলে বরাহ অবতার যেরূপ দন্তদ্বারা তাহার উদ্ধার করেছিলেন রাজা শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর সেইরূপ অনুবর্দ্ধনরূপ দন্তে করিয়া যে সঙ্গীতরূপা ধরিত্রীর উদ্ধার করিলেন তাহা যাবৎ জগৎ তাবৎ স্মরণীয় হইবে।

সংবাদ।

পাঠকবর্গ শোনগো শোন!

এতদিনে বুড় থুবড়ী পাড়াকুঁদলী "বঙ্গদর্শনীর" একটি ভ্রমর যুটেছে। মাগী বৃদ্ধ বয়সে নাগর পেয়ে পেটে পুরাতন রসকষ রসিকতা যত যা ছিল বার কোরে বোসেছে।

মাগী আগে আগে ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ নাচ্‌তো, এই বাগ পেয়ে চৌচাপটে নাচ্‌ছে।

ছেলেদের নাচিয়ে ভোলাচ্ছে। যুবকদের নিজে নেচে ভোলাচ্ছে। আর